প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৪ ❖ ২০ - ২৬ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

## পুণ্য জুবিলী বর্ষে পরিবারে জুবিলী উদ্‌যাপন

জুবিলী-২০২৫
আশার তীর্থযাত্রী

## উপাসনা সঙ্গীত: আমার অভিজ্ঞতা

## বিশ্বাসের শুদ্ধতায়-অশুদ্ধতায় জীবন যাপন

## প্রবীণেরা সমাজের আশীর্বাদ

# ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী

**জেরোম সরকার**
জন্ম : ৩০ আগস্ট, ১৯৩৫
মৃত্যু : ২২ জুলাই, ২০১৭
**স্ত্রী : মারীয়া সরকার (প্রয়াত)**
**কনিষ্ঠ সন্তান : হিউবার্ট ফ্রান্সিস সরকার (প্রয়াত)**
**পিতা : জন সরকার (প্রয়াত)**
**মাতা : আন্না অপর্ণা সরকার (প্রয়াত)**

**O**ur **H**ero
You held our hands when we were small
You caught us when we fell
You're the **H**ero of our childhood
And our later years as well

And every time we think of you
Our **H**earts still fill with **Pride**
Though we'll always miss you **Papa**
We know you're by our sides

In laughter and in sorrow
In sunshine and through rain
We know you're watching over us
Until we meet again.

## কর্মজীবন এবং যে সকল সংস্থা/সংগঠনের সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন:

- তদানীন্তন Glaxo Pharmaceutical Company - তে চাকুরী জীবনের শুরু।
- স্বাধীনতার কিছুদিন পর RDRS এ যোগদান করেন। দিনাজপুর এবং রংপুরে কর্মরত ছিলেন অনেক দিন। শেষ বছরগুলোতে ঢাকাতে প্রধান কার্যালয়ে REDU (Research, Evaluation & Documentation Unit) এ কাজ করেন। চূড়ান্তভাবে অবসর গ্রহণ করেন 'উপদেষ্টা' হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায়।
- লক্ষ্মীবাজারস্থ পবিত্র ক্রুশ গির্জার ছোটদের LEGION OF MARY এর পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অনেক বছর। পালকীয় পরিষদের সদস্যও ছিলেন দীর্ঘ সময়।
- কারিতাস বাংলাদেশের GB এবং EB এর সদস্য ছিলেন বেশ কয়েক বছর।
- দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি এর ফাউন্ডার সদস্যদের একজন / দ্বিতীয় (১৯৭০-৭১) ও তৃতীয় (১৯৭১-৭৩) প্রেসিডেন্ট ছিলেন।
- দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন ঢাকাতে এক সময় একজন ডিরেক্টর এবং ক্রেডিট কমিটির সেক্রেটারীর দায়িত্বে ছিলেন।
- Wari Christian Cemetery এর Secretary হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন প্রায় ১৫ বছর।
- ঠাকুরগাঁতে কর্মরত অবস্থায় অনেক আদিবাসীর কর্মসংস্থান করেছেন এবং তাদের কয়েকজনকে নিয়ে গির্জার গানের দল গঠন এবং পরিচালনা করেন।
- তিনি একজন সংগীত অনুরাগী ছিলেন, লক্ষ্মীবাজারস্থ পবিত্র ক্রুশের গির্জার ইংরেজী গানের দলকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন এবং তাদের সহযোগী হিসাবে সব সময় অংশগ্রহণ করেছেন।
- অবসর গ্রহণ করার পর কিছুদিন তিনি Missionaries of Charity (MC) এবং RNDM - এর ASPIRANT এবং NOVICE - দের মৌখিক ইংরেজী শিক্ষার দায়িত্বও পালন করেন।
- বিভিন্ন পত্রিকায় যেমন ইংরেজী দৈনিক The Daily Star, সাপ্তাহিক Dhaka Courier - এ এক সময় লেখালেখি করতেন।

কয়েক বছর আগে, আমেরিকান লেখক David Beckmann এর লেখা বই Exodus from Hunger: We are called to change the Politics of Hunger-এ ছাপানোর জন্য JEROME SARKAR কে নিজের জীবন সম্পর্কে একটা লেখা পাঠাতে বলেন। পরে লেখাটি ২০১০ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়। সেই লেখাটির অংশবিশেষ নিচে মুদ্রণ করা হলো যা JEROME SARKAR এর জীবন সম্পর্কে ধারণার প্রতিফলক:

"I started my life in poverty and now, though not a moneyed man, I am contented. I have been enriched by life's experiences through thick and thin. Faith in my Creator, courage to accept help from friends, and a growing sense of responsibility toward others have led me to meaningful living and satisfaction.

Looking back, I offer these observations:

a. Poverty is not a curse. Poverty brings us closer to Almighty God. Bangladesh is home to millions of poor people and the poor know that God is with them, Who else do they need?
b. Friendship between the wealthy and the poor can benefit both. The wealthy can help the less fortunate better their living condition and, in the process, find meaning as a worker in God's plan.
c. Bangladesh was known by the whole world as the poorest of the poor. Despite many flaws even today, Bangladesh has made tremendous strides toward development over the years.
d. The United States was always considered the most powerful and wealthy nation. Americans always had their say about the poverty, backwardness, and rights conditions in other countries. Nobody ever dared to talk about them. Interestingly, today, even in Bangladesh, conscious groups talk about poverty in America, human rights violation by Americans, and under development in certain sections of the American community. Yet the process of introspection has started, and some Americans are taking steps to veer the ship to the right direction for the U.S.A. and the globe at large."

সকল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত জনদের প্রতি আমাদের পাপা/দাদা/নানার আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনার অনুরোধ রাখছি। আমাদের জন্যও প্রার্থনা করবেন, আমরা যেন তাঁর গড়া পরিবারের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পারি।

কৃতজ্ঞতায়,
**জন-বেবী, কৃপা, তীর্থ এবং অর্ঘ্য**
**ফিলিপ-জয়া, এলেন এবং এঞ্জেলা**
**মালা-মিঠু এবং আর্থার**

বিজ্ঞ/১৪৬/২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ২৪
২০ জুলাই - ২৬ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
৫ শ্রাবণ - ১১ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

**সম্পাদক**
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

**সম্পাদকীয় বোর্ড**
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

**সহযোগিতায়**
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

**প্রচ্ছদ ছবি**
সংগৃহীত

**সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন**
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

**বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স**
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

**মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং**
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

**চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক**
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
**E-mail :**
wklypratibeshi@gmail.com
**Visit:** www.weekly.pratibeshi.org
**মূল্য : ১০ টাকা মাত্র**

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

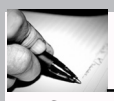

## সম্পাদকীয়

### প্রবীণেরা সমাজের আলোকবর্তিকা ও দিক নির্দেশক: তাদের প্রতি আমাদের করণীয়

বিশ্ব দাদা-দাদী ও প্রবীণ দিবস আমাদের সুযোগ করে দেয় পরিবার ও সমাজের প্রবীণ সদস্যদের অবদানকে সম্মান জানানোর এবং সমাজে তাদের মর্যাদাকে পুনরুজ্জীবিত করার। প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস প্রবীণদের জীবন বাস্তবতা অভিজ্ঞতা করে মণ্ডলীকে আলোকিত করতে যিশুর নানা-নানী সাধু যোয়াকিম ও সাধ্বী আন্নার স্মরণ দিবসকে (২৬ জুলাই) কেন্দ্রে রেখে এর নিকটবর্তী রবিবারে বিশ্ব দাদা-দাদী ও প্রবীণ দিবস পালন প্রতিষ্ঠা করেন। এ বছর তা পালিত হবে ২৭ জুলাই।

দাদা-দাদীরা শুধু পারিবারিক ইতিহাসের জীবন্ত ধারক-ভাণ্ডার নন, তারা আমাদের নৈতিকতা, সংস্কৃতি ও জীবনের শিক্ষার এক শক্তিশালী ভিত্তি। জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাদের করে তোলে একজন পরামর্শদাতা, শিক্ষক ও মমতাময় পথপ্রদর্শক। আজকের এই দ্রুতগতির জগতে, যেখানে আমরা অনেক সময় নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, সেখানে প্রবীণদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ যেন দায়িত্ব ও ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরিবারের দাদা-দাদী, নানা-নানিরা কেবল রক্তের সম্পর্কেই নন, আমাদের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও মানবিকতার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। এক সময় তাঁরাই ছিলেন পরিবারের মূল চালিকা শক্তি, আজ তাদের অনেকেই অবহেলা, নিঃসঙ্গতা এবং অনাদরে দিন কাটাচ্ছেন। এ চিত্র কেবল উদ্বেগজনকই নয়, বরং সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতীকও বটে।

বর্তমানে সমাজে যৌথ পরিবারের সংখ্যা কমে আসছে। ক্ষুদ্র ও একক পরিবার গড়ে ওঠায় প্রবীণরা অনেক সময় পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। সন্তানদের কর্মব্যস্ততা, বিদেশগমন কিংবা শহুরে জীবনের চাপে প্রবীণরা থেকে যান গ্রামে কিংবা বাড়ির এক কোণে। একসময় যাঁদের পরামর্শ ছাড়া একটি কাজও চলত না, আজ তাঁরাই পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে উপেক্ষিত। অনেক প্রবীণকে দেখা যায় শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক অবসাদ ও নিঃসঙ্গতায় ভুগতে।

প্রবীণদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি অনেক। তাই তাদের প্রতি আমাদের করণীয়ও অনেক। প্রথমত ও প্রধানত, পরিবারে প্রবীণদের সম্মান ও ভালোবাসার পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি। তারা যেন অনুভব করেন যে, তারা পরিবারের বোঝা নন, বরং প্রয়োজনীয় পরামর্শদাতা ও অভিভাবক। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক নিরাপত্তা ও অবসরকালীন সহায়তা আরও জোরদার করা উচিত। প্রবীণ কল্যাণ নীতিমালা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা।

তৃতীয়ত, সমাজে প্রবীণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থী, তরুণ উদ্যোক্তা বা কর্মজীবীদের জন্য পরামর্শদাতা হিসেবে যুক্ত করা যেতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে প্রবীণ ক্লাব, পাঠচক্র বা পরামর্শ কেন্দ্র গড়ে তুললে তারা সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারবেন।

চতুর্থত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রবীণদের অবদান নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা জরুরি। নতুন প্রজন্মকে জানাতে হবে, তারা আজ যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে, তার ভিত্তি গড়ে দিয়েছেন প্রবীণরাই।

প্রবীণ ব্যক্তিরা কর্মজীবনের মাধ্যমে, পরিবার গঠনের মাধ্যমে এবং সমাজে মূল্যবোধ সৃষ্টি করে যে ভূমিকা রেখেছেন, তা আমাদের আজকের পথ চলার ভিত। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো শুধু একটি দিনের দায়িত্ব নয়, এটি হওয়া উচিত আমাদের প্রতিদিনের নৈতিক কর্তব্য। পরিবারে প্রবীণদের সান্নিধ্যে শিশুরা শেখে ধৈর্য, সহানুভূতি ও আদর্শ জীবনবোধ। আর সমাজে প্রবীণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা মানেই অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের পথ নির্মাণ।

প্রবীণরা শুধুই অতীতের সাক্ষী নন, তারা ভবিষ্যতের দিক নির্দেশকও বটে। তাই শুধু এই বিশেষ দিনেই নয়, সারাবছর প্রবীণদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা, সহানুভূতি ও ভালোবাসা প্রকাশ করি। তাদের প্রতি যথাযথ সম্মান, ভালোবাসা ও যত্ন প্রদর্শন করে আমরা কেবল একটি মানবিক সমাজই গড়ে তুলতে পারি না, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও একটি মূল্যবোধসম্পন্ন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি। আসুন, সমন্বিতভাবে আমরা তাদের জন্য নিরাপদ, সম্মানজনক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ গড়ে তুলি, যাতে তারা বয়োবৃদ্ধ হলেও কখনো একাকী না বোধ করেন। †

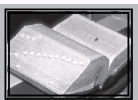

*আবশ্যক একটামাত্র জিনিস আছে; উত্তম অংশটা মারীয়া বেছে নিয়েছে, আর তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না। (লুক : ১০:৪২)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

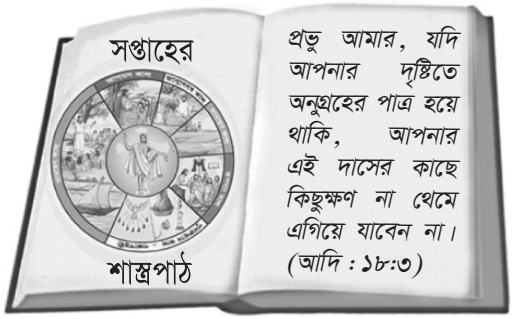


*প্রভু আমার, যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকি, আপনার এই দাসের কাছে কিছুক্ষণ না থেমে এগিয়ে যাবেন না। (আদি : ১৮:৩)*

## কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২০ জুলাই - ২৬ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

**২০ জুলাই, রবিবার**

**সাধারণকালের ১৬শ রবিবার** *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
আদি ১৮: ১-১০ক, সাম ১৫: ২-৩কখ, ৩গঘ-৪কখ, ৫, কল ১: ২৪-২৮, লুক ১০: ৩৮-৪২

**২১ জুলাই, সোমবার**

**ব্রিন্ডিজি'র সাধু লরেন্স**, যাজক ও আচার্য
যাত্রা ১৪: ৫-২৮, সাম যাত্রা ১৫: ১গঘ-২, ৩-৪, ৫-৬, মথি ১২: ৩৮-৪২

**২২ জুলাই, মঙ্গলবার**

**সাধ্বী মারীয়া মাগ্দালেনা**, *পর্ব*
পরম ৩: ১-৪ক (বিকল্প: ২ করি ৫: ১৪-১৭), সাম ৬৩: ১-৫, ৭-৮, যোহন ২০: ১-২, ১১-১৮

**২৩ জুলাই, বুধবার**

**সুইডেনের সাধ্বী ব্রিজেট**, সন্ন্যাসব্রতী
যাত্রা ১৬: ১-৫, ৯-১৫, সাম ৭৮: ১৮-১৯, ২৩-২৮, মথি ১৩: ১-৯

**২৪ জুলাই, বৃহস্পতিবার**

**সাধু শার্বেল মাখ্লুফ**, যাজক, **সাধ্বী খ্রীষ্টিনা**, কুমারী ও সাক্ষ্যমর
যাত্রা ১৯: ১-২, ৯-১১, ১৬-২০, সাম দানি ৩: ৫২-৫৬, মথি ১৩: ১০-১৭

**২৫ জুলাই, শুক্রবার**

**সাধু যাকোব, প্রেরিতদূত**, *পর্ব*
২ করি ৪: ৭-১৫, সাম ১২৬: ১-৬, মথি ২০: ২০-২৮

**২৫ জুলাই, শনিবার**

**ধন্যা কুমারী মারীয়ার পিতা-মাতা সাধু যোয়াকিম ও সাধ্বী আন্না**, *স্মরণ দিবস*
যাত্রা ২৪: ৩-৮, সাম ৫০: ১-২, ৫-৬, ১৪-১৫, মথি ১৩: ২৪-৩০

## প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

**২০ জুলাই, রবিবার**

+ ১৯৭১ ব্রা. আম্ব্রোয়াজ দিয়ন, সিএসসি
+ ২০০৫ সি. মেরী এ্যান, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১২ সি. ফিলোমিনা কুইয়া, সিএসসি (ইউএসএ)
+ ২০১৭ সি. মেরী জেভিয়ার, আরএনডিএম
+ ২০২৪ ফা. টমাস এইচ. ম্যাকডার্মট, সিএসসি (ঢাকা)

**২১ জুলাই, সোমবার**

+ ১৯৯৯ সি. মেরী এলিজাবেথ, এসএমআরএ (ঢাকা)

**২২ জুলাই, মঙ্গলবার**

+ ২০০৫ সি. মেরী সেলিন রিবেরু, আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০০৬ সি. মেরী কনসেপ্তা, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

**২৩ জুলাই, বুধবার**

+ ২০২০ সি. জ্যোৎস্না আল্পনা, আরএনডিএম (ঢাকা)

**২৪ জুলাই, বৃহস্পতিবার**

+ ২০১৫ ফা. বকুল এস. রোজারিও, সিএসসি (ঢাকা)

**২৫ জুলাই, শুক্রবার**

+ ১৯৫৪ ফা. থোমাসো কাত্তানেও (দিনাজপুর)
+ ১৯৭৪ ফা. জন কেইন, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২০ ফা. ইউজিন ই. হোমরিক, সিএসসি (ময়ঃ)

**২৫ জুলাই, শনিবার**

+ ১৯৬৩ ব্রা. গডফ্রে ডেনিস, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

### ঈশ্বরের পরিত্রাণ: বিধান ও অনুগ্রহ

**১৯৮২** প্রাক্তন বিধান হল সুসমাচারের জন্য প্রস্তুতিস্বরূপ।

**১৯৮৩** নব বিধান হচ্ছে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহদান, যা খ্রিস্টবিশ্বাসের দ্বারা লাভ করা হয় এবং ভালবাসার মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠে। সর্বোপরি, তা প্রকাশিত হয়েছে পর্বতের উপর প্রভুর উপদেশের মধ্য দিয়ে এবং আমাদের কাছে তা প্রদান করার জন্য ধর্মসংস্কারগুলো ব্যবহার করা হয়।

**১৯৮৪** সুসমাচরের বিধান প্রাক্তন বিধানকে পূর্ণ করে, ঊর্ধ্বে উন্নীত করে ও পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায় তার প্রতিশ্রুতিসমূহকে, স্বর্গরাজ্যের সুখ পন্থাগুলোর মাধ্যমে, যে অন্তর সকল মানবক্রিয়ার মূল শিকর সেই অন্তরে রুপান্তর ঘটিয়ে বিধানের আজ্ঞাগুলোকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়।

**১৯৮৫** নব বিধান হল ভালোবাসার বিধান, অনুগ্রহের বিধান, একটি স্বাধীনতার বিধান।

**১৯৮৬** আজ্ঞাসকল ছাড়াও সুসমাচারের সুমন্ত্রণাগুলো নব বিধানের অঙ্গ। "প্রভু যিশু খ্রিস্ট তাঁর শিষ্যদের জন্যে সুসমাচারে বর্ণিত যে সুমন্ত্রণাগুলো রেখে গেছেন, তার অনুশীলন খ্রিস্টমণ্ডলীর পবিত্রতা অর্জন করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে।"

**ধারা – ২**

**অনুগ্রহ ও ধর্মময়করণ**

**ক. ধর্মময়করণ**

**১৯৮৭** পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ আমাদেরকে ধর্মময় করতে পারে, অর্থাৎ "ঈশ্বরের দেওয়া... ধর্মময়তা যিশু খ্রিস্টে স্থাপিত বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে" এবং দীক্ষাস্নানের দ্বারা পরমেশ্বরের ধর্মময়তা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে।

কিন্তু খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে, তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব। কারণ আমরা জানি, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন বলে খ্রিস্টের আর মৃত্যু নেই, তাঁর উপর মৃত্যুর কোন কর্তৃত্বই নেই। বস্তুত তিনি যে মৃত্যুভোগ করেছেন, তাতে একবার চিরকালের মত পাপেরই কাছে মরলেন, কিন্তু যে জীবন ভোগ করেছেন, তাতে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশেই জীবিত আছেন। একই প্রকারে, নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হও যে, তোমরাও পাপের কাছে মৃত, কিন্তু খ্রিস্ট যিশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত।

**১৯৮৮** পবিত্র আত্মার ক্ষমতাবলে আমরা পাপের কাছে মরে গিয়ে খ্রিস্টের যাতনাভোগে অংশী হই, এবং নতুন জীবনে জন্মগ্রহণ করে আমরা তাঁর পুনরুত্থানে অংশগ্রহণ করি; আমরা তাঁর দেহ অর্থাৎ মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যা হই এবং স্বয়ং দ্রাক্ষালতা, অর্থাৎ স্বয়ং তাঁরই সঙ্গে শাখাপ্রশাখার ন্যায় সংযুক্ত হই।

[ঈশ্বর] নিজেকে তাঁর আত্মার মধ্য দিয়ে আমাদের নিকট দান করেছেন। পবিত্র আত্মার সঙ্গে অংশগ্রহণের ফলে আমরা ঐশস্বরুপের অংশীদার হই...। এ কারণে যাদের মাঝে পবিত্র আত্মা বাস করেন তারা ঐশ্বরিক হয়ে ওঠে।

**১৯৮৯** পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের প্রথম কাজ হল ধর্মময়করণার্থে *মনপরিবর্তন*, যেমন যীশু ঘোষণা করেছিলেন সুসমাচারের আরম্ভে: "মন পরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।" অনুগ্রহের দ্বারা চালিত হয়ে, মানুষ ঈশ্বরের দিকে ফিরে আসে ও পাপ থেকে দূরে সরে যায়, এবং এভাবে সে উর্ধ্বে থেকে পাপের ক্ষমা ও ধর্মময়তা গ্রহণ করে। "ধর্মময়করণের অর্থ কেবল পাপের মার্জনা লাভ করাই নয়, অন্তরের মানুষটির পবিত্রীকরণ ও নবীকরণকেও বুঝায়।"

# বিশ্বাসের শুদ্ধতায়-অশুদ্ধতায় জীবন-যাপন

**জেভিয়ার শিয়োন বল্লভ**

জীবন কোনো একরৈখিক পথ নয়। মানুষ কখনো আলোয় হাঁটে, কখনো মোহে, কখনো অন্ধকারে। এই স্বভাবের বাহিরে মানুষের যাওয়া মুশকিল, ভীষণ মুশকিল। কারণ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে তার আবেগীয় ইচ্ছার আত্মা ও মন। আজ আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস দৃঢ়তার নয় বরং অনুসরণের মতো তাই আমরা ধ্যানের বাহিরে গিয়ে নিজেদের তত্ত্বের ও যুক্তির মধ্যে কথা বলছি। লালন-পালন থেকে আমরা দূরে আছি কিন্তু জ্ঞানচর্চায় আমরা এগিয়ে চলছি। এই বিকৃত জ্ঞান ও নিজের অপরিপক্ক জ্ঞানের বিষাক্ততা আমরা ছড়িয়ে দিচ্ছি জনে জনে। আমরা জ্ঞানের পুঁজিকে নিজের ধারণায় বদলাতে, কখনো যুক্তিভিত্তিক কথায় জড়িয়ে যাচ্ছি। যার কোন ফলাফল নেই। যেখানে আছে বিশ্বাসীদের বিভ্রান্ত করার মতো ভাষা, ধার্মিক মানুষকে ভয় পাইয়ে দেওয়া, সরলতায় আঘাত দিয়ে ক্ষত করা। আমরা বলছি সময় হয়েছে ধ্বংসের আর আমি বলি সময় হয়েছে বিশ্বাসের পরীক্ষা নেওয়ার। কারণ আমি মনে করি বিশ্বাস হলো সরলতার মতো খুব সহজ। যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি সব, তিনিই সর্বোত্তম, প্রেমময়। এর পূর্ণতা হলো আমাদের ধ্যান, বিশ্বাস, প্রজ্ঞা, গভীরতা, উপলব্ধি, মনোবল, দৃঢ়তা, কোমলতা, সৌন্দর্যতা, পরমতা ইত্যাদি।

চরিত্র ও চারিত্রিক ভিত হতে যদি আমরা ধ্যান করি ধর্মীয় বিশ্বাস কি অবস্থায় আছে। কেননা মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস কেবল বাহ্যিক আচারে নয় তার চরিত্র ও চারিত্রিক ভিতর থেকেই স্পষ্ট হয়। একজন ব্যক্তি যদি নিজের বিশ্বাসের উপর আস্থা রেখে ঈশ্বরের প্রতি নিমগ্ন হয়। তাহলে সে নিজের আত্মার আয়নায় দেখতে পারে যে, বিশ্বাস আদৌ জীবন্ত কিনা, নাকি কেবল অভ্যাসের যাত্রা, নাকি ভয়ে গড়া এক খোলস মাত্র। শুধুমাত্র আমরা নিজের চৈতন্যময় শুদ্ধতা, অশুদ্ধতায় জীবন-যাপনের লক্ষ্য নির্ধারণ করছি সেখানে। জীবন চলার পথে মানুষ নিজেই প্রতিনিয়ত গড়ে তোলে তার অন্তর্নিহিত বিশ্বাস, চরিত্র ও আত্মিক অবয়ব। এই আত্মিক কাঠামোকে বুঝতে হলে আমাদের দেখতে হবে, মানুষ কীভাবে তার চিন্তা, অনুভব ও সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসকে ধারণ করে ও পালন করে। কেননা যিশু বলেছিলেন, 'ধন্য তারা, যাদের হৃদয় বিশুদ্ধ, কারণ তারা ঈশ্বরকে দেখবে।' এই শ্রেণির মানুষ ধর্মকে বাহ্যিক আচারে নয়, অন্তরের সত্তায় ধারণ করেন। তারা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আত্মাকে অনুভব করেন এবং সেই আত্মা থেকে চালিত হয় তাদের নৈতিকতা। গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে,

***১। পবিত্র আলোর পথিক (পবিত্রতা):***

পবিত্র আলোর পথিক মানুষ আত্মসংযমী, শান্তিপ্রিয় এবং আলোর অন্বেষণে সদা নিয়োজিত। তার হৃদয় যেন এক উজ্জ্বল দীপশিখা যেখানে অহংকার, লোভ বা প্রতিহিংসা নেই। তারা ধ্যান, প্রার্থনা, প্রজ্ঞা, বিশ্বাস ও ন্যায়ের পথে বিশ্বাস রাখে। ঈশ্বর তার কাছে বাইরের কেউ বা নতুন চিন্তার নয় তিনি অন্তরের অভিজ্ঞতা যাঁর প্রতি গহীনের গভীরতা ও আলোর পথের ঠিকানা। এমন মানুষই ঈশ্বর ভীতিতে ধ্যানমগ্ন সাধক, সেবাপরায়ণ সন্ন্যাসী বা ঈশ্বরভক্ত সাধারণ মানুষও হতে পারে। এরা মানবতার মঙ্গলে ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে সেবা কাজ করেন। অনেককে অন্ধকার থেকে টেনে তোলেন এবং আলোতে চলতে সাহায্য করেন। এই পথিক প্রজ্ঞায়, জ্ঞানে, বিবেকনিষ্ঠায় উদারতায়, নির্লোভে, শুদ্ধতায়, সহানুভূতিশীলতায় ও আত্মশোধনের দিকে মনোযোগী হয়ে অতি সাধারণ জীবন অতিবাহিত করেন। তাই যিশু বলেন, 'ধন্য তারা, যাদের হৃদয় বিশুদ্ধ, কারণ তারা ঈশ্বরকে দেখবে।' পবিত্রতার মানুষ সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ের প্রতিনিধি ও আলোর পথিক।

***২। মোহে মোড়া গতিময় জীবনী (আত্মমোহ):***

মোহে মোড়া গতিময় জীবনের মানুষ জানে কী সঠিক, বোঝে ধর্মের আধ্যাত্মিকতার গভীরতা, কিন্তু আকৃষ্ট হয় লোভ-লালসা, আমিত্বের ক্ষমতায়, সুখ, যশ, আর বাহ্যিক সাফল্যের দিকে। কিন্ত তাদের মধ্যে আছে প্রচণ্ড উদ্যম, কিন্তু তা হয়তো স্বার্থপর। এরা আলোর সন্ধান পায়, কিন্তু তাতে থাকেনা আত্মবোধ থাকে নিজের জয়, নিজের প্রাপ্তির মোহ। যেমন বিপদে পড়লে ঈশ্বর, ঈশ্বর নাম জপে বাকি সময় এরাই মোহে মোড়া আমিত্বের অহংকারে বসবাস করে। এদের বলার ভাষা কেউ একজন উপরে আছেন, কেমন জানি একটা দায়সার উপহাসের মতো কথা। মনের ভিতর ঈশ্বরতত্ত্ব মুখে যেন তিরস্কারের ভাষা। কারণ এরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী, প্রতিযোগিতাপ্রবণ, বাহ্যিক সাফল্যনির্ভর, ধর্ম জানে মনে লালন করে, পালনের ক্ষেত্রে কিন্তু নিজে মানে না। ব্যক্তিত্বের অহং, ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে বন্দী হয়ে পড়ে। এরাই রাজনীতি, ব্যবসা বা ধর্মীয় মঞ্চের অনেক সম্মানিত মুখ, ফলে তারা জ্ঞানী কিন্তু ভিতরে আত্মায় অন্ধ। আলোকিত পথের খোঁজ দেয় কিন্তু তারা আলোতে হাঁটে না। মোহে মোড়া গতিময় জীবনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয় ক্লান্তিহীনভাবে। খ্রিস্টের দৃষ্টিকোণে এরা সেই ফরিসিদের মতো, 'যারা নিয়ম মানে, কিন্তু হৃদয়ে প্রেম ও অনুশোচনার অভাব ছিল'। যিশু তাদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'তোমরা কাপের বাইরের অংশ ধুয়ে রাখো, কিন্তু ভেতরটা নোংরা।'

***৩। অন্ধকারে নিমজ্জিত আত্মার মানুষ (অজ্ঞতা ও পাপপূর্ণতা):***

অন্ধকারে নিমজ্জিত আত্মার মানুষ সবচেয়ে বিপজ্জনক ও দুঃখজনক। এদের অজ্ঞতা, অলসতা, হিংসা, হীনমন্যতা, অবিশ্বাস, পটুতা, অসততা নিয়ে আত্মবিনাশের পথে ধাবিত। অন্ধকারে নিমজ্জিত আত্মার মানুষ শুধু ঈশ্বরকে মানে না, বরং অন্যের আলোতেও অস্বস্তিবোধ করে। এরা ঘৃণা করে, ক্ষতি করে, নিজের জীবনও অপচয় করে। অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে নিজের, পরিবারের, সমাজের ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষতির কারণ হয়। অন্ধকারের অতলে পাপের পিপাসায় প্রতিনিয়ত অনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নিজেকে শক্তিশালী ও ধ্বংসাত্মক করে। কারণ তাদের অজ্ঞান, হিংস্রতা, আত্মবিধ্বংসীতা, অলসতার বিকৃত মস্তিষ্ক, দায়িত্বহীনতা, ঈশ্বরবিমুখতা, সত্যবিদ্বেষী, নেশা, লোভ, হিংসা ও বিষণ্নতায় ডুবে থাকে। ফলে অপরাধপ্রবণতা নিয়ে জড়িয়ে পড়ে মন্দ ইচ্ছায়। একসময় এই ব্যক্তিত্বের মানুষেরা অন্ধকারেই নিজের শিকড় খুঁজে পায় না। বাইবেলে এদের বলা হয় 'আত্মার মৃতদেহ' যারা জীবিত থেকেও ঈশ্বরের আলো থেকে বিচ্ছিন্ন। তারা বিশ্বাস হারিয়েছে, কখনো সত্য জানতেই চায় না। পাপের মধ্যে ডুবে যাওয়া এই মানুষগুলো হয়তো জানেই না যে , ঈশ্বর তাদের জন্যও অপেক্ষা করছেন। যেমন 'পিতা অপেক্ষা করছিলেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া পুত্রের জন্য।'

আমরা সবাই কোনো না কোনো সময় এই তিন গুণের ভেতর চলি। জীবনের পথে আমরা হয়তো বেশির ভাগ সময় কখনো আত্মমোহে জড়িয়ে পড়ি, আবার কখনো অন্ধকারে হারিয়ে যাই। কিন্তু প্রত্যেক আত্মার গভীরে কোথাও না কোথাও থাকে এক পবিত্রতার চেতনায় ঈশ্বরকে খুঁজে ফেরে, যা পবিত্রতার জন্য আকুল হয় এবং ঈশ্বরের প্রশংসা মুখরিত হয় আত্মার প্রজ্ঞায়

*বাকি অংশ ৮ পৃষ্ঠায় দেখুন...*

# পুণ্য জুবিলীবর্ষে (২০২৫ খ্রিস্টাব্দ) পরিবারের জুবিলী উদ্‌যাপন ধর্মোপদেশ

**কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি**

জুবিলী বর্ষে পারিবারিক জীবনের জুবিলী উদযাপন করার অর্থ কী? আমি যাজক হিসেবে তোমাদেরকে এই জুবিলী উৎসবে কীভাবে দেখছি? এ বিষয়ে আমার অনুভূতি কী তা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। প্রথমেই জুবিলী বর্ষে তোমরা যারা খ্রিস্টীয় পরিবারে আছ, তোমাদেরকে অভিনন্দন জানাই। মণ্ডলীর আদি-গোড়া-ভিত্ হয়ে, অন্য কথায় গৃহ-মণ্ডলী হয়ে তোমার পারিবারিক জীবন যাপন করছ। তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। তোমাদেরকে সাধুবাদ জানাই কেননা তোমরা ঘরে ঘরে মণ্ডলী আছ বলে বৃহত্তর পরিসরে মণ্ডলী অবস্থান করছে। তোমাদের জন্য মণ্ডলী গর্বিত ও মহিমান্বিত।

(১) পরিবারের জুবিলী হচ্ছে জীবনের পরিচয় উদ্‌যাপন। এই উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে তোমরা তোমাদের পরিচয়ের গভীরে যাচ্ছ, নিজস্ব পরিচয় সম্বন্ধে আরও জ্ঞান লাভ করছ, আরও শিক্ষা গ্রহণ করছ, আরও সচেতন হচ্ছ। আজকের সকাল বেলার সকল শুভেচ্ছাবাণী ও বক্তব্যের মাধ্যমে সেটাই তো প্রকাশ পেয়েছে।

যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী হিসেবে, তোমাদের জীবনের আহ্বান, তোমাদের জীবনের পরিচিতি জেনে ও ধ্যান করে আমরাও আমাদের জীবনের মর্যাদা আরও গভীর ভাবে অনুভব করি এবং তোমাদের জীবনাহ্বানের সেবাকাজে আরও কর্তব্যনিষ্ঠা জাগ্রত হয়। আমিও আমার জীবনে পরিচয় উদ্‌যাপন করি। কেননা মণ্ডলীতে আমরা সবাই এক – যদিও আমাদের প্রত্যেকের ভূমিকা ভিন্ন।

***(২) পরিবারের জুবিলী উদ্‌যাপন হচ্ছে একটি স্মরণোৎসব:*** তোমরা স্মরণ করছো: প্রাক-বিবাহের পরিণয়, বিবাহ-সংস্কার গ্রহণ, বিবাহ-উৎসব, স্বামী-স্ত্রী রূপে দাম্পত্য জীবন, পরিবারের পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যদের সাথে সম্পর্ক ও জীবনযাত্রা; স্মরণ করছো তোমাদের বিগত দিনগুলোর ইতিহাস, যা খ্রিস্টীয় পরিবারের ইতিহাস। পরিবারের মধ্যে যা কিছু অখ্রিস্টীয়: পাপ, পতন, বিফলতা, ব্যর্থতা – তাও কিন্তু খ্রিস্টীয় পরিবারের ইতিহাসের অংশ; সেখান থেকে তোমরা অনেকে বেরিয়ে এসেছো, বেরিয়ে আসতে চাও, ভবিষ্যতে আরও সুন্দর হওয়ার প্রত্যাশা করছ, ইত্যাদি। যজ্ঞ-উৎসর্গ হচ্ছে তোমাদের বিবাহিত জীবনের সর্বোত্তম স্মরণোৎসব।

আমি যাজক হিসেবে প্রভুর স্মরণোৎসবের সাথে তোমাদের স্মরণোৎসব মিলিয়ে দিয়ে যজ্ঞ নিবেদন করি; আজ শুধু নয়, সব খ্রিস্টযাগে তাই আমরা করে থাকি।

***(৩) পরিবারের জুবিলী উদযাপন হচ্ছে কৃতজ্ঞতা:*** তোমাদের জীবনের সকল সফলতার জন্য প্রভুর প্রশংসা করছ, তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছ, তাঁর কাছে তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছ। তোমাদের বিবাহিত জীবনে জীবনভর তোমরা যাচিত অথবা অযাচিত কত ভালবাসা, কত অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করেছো।

আমরাও মণ্ডলীর যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী হয়ে ঈশ্বরকে এবং তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। তোমরা নিজেরা যে আহ্বান পেয়েছো সেখান থেকেই তো আমাদের আহ্বানের উৎস। আমরা কত আশাভরে তোমাদের দিকে চেয়ে থাকি, প্রার্থনা করি, এবং প্রতীক্ষায় থাকি তোমাদের কোন কোন সন্তান-সন্ততি আমাদের মতো জীবন আহ্বান বেছে নেবে।

***(৪) পরিবারের জুবিলী উদ্‌যাপন হচ্ছে অনুতাপ:*** তোমরা তোমাদের জুবিলী পালন করতে গিয়ে অবশ্যই তোমার স্মরণ হবে অনেক ব্যর্থতা, বিফলতা, অপারগতা ও পাপ-অপরাধ। পাপের জন্য অনুতাপ করা কিন্তু ধার্মিকতার প্রথম ধাপ এবং পারিবারিক জীবনে সাধুতার অনুগ্রহ লাভের এক বিশেষ মুহূর্ত।

আমরা যাজক হিসেবেও অনুভব করি আমাদের কতো বিফলতা, আমাদের সেবাকর্মের সীমাবদ্ধতা। তোমাদের দুর্বলতা আমাদেরকে তোমাদের সাথে এক করে, মিলন করে। যিশুর ক্ষমা তোমাদের অন্তরে পৌঁছে দিয়ে আমরাও অনুভব করি ক্ষমাদান ও ক্ষমা-পাওয়ার আনন্দ।

***(৫) পরিবারের জুবিলী উদ্‌যাপন হচ্ছে নতুন আশার জাগরণ:*** জুবিলী উদ্‌যাপনে তোমাদের অন্তরে নতুন আশা জেগে উঠবে। তীর্থযাত্রী তোমরা, অতীতে আশা নিয়ে পথ চলেছো তোমরা। সাধু পলের কথা অনুসারে "আশা তোমাদেরকে প্রতারণা করেনি"; বর্তমানে তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের বর্তমান, তোমরা যে মণ্ডলীতে বিরাজমান আছ, সেটা তো তোমাদের অতীতের আশার ফল, আশার সার্থকতা, আশার সাক্ষ্যদান। তোমরাও আশাভরে ঈশ্বরের নিকট পুনরায় অঙ্গীকার করবে ভবিষ্যতের জন্য।

আমরা তোমাদের নবপ্রেরণা, নবচেতনা, নব-উদ্যোগ দেখে যাজক হিসেবে আমরাও আশান্বিত। যথাযোগ্যভাবে তোমাদের সেবা করার নতুন আশা আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়।

জুবিলীর দিনে তোমাদের জন্য ঈশ্বর যে কথা বলেন তা আমরা দুটো শাস্ত্রপাঠে শুনেছি: ১ম করি ১৩:১-১৩; যোহন ১৭: ২০-২৬। বর্তমান পোপ লিও মণ্ডলীর কাছে দুটো বিষয় গুরুত্ব দিয়ে পরিবারের জন্য বাণী রেখে যাচ্ছেন। সেই দুটো বিষয় আজ শাস্ত্রপাঠের মধ্য দিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে: ভালবাসা ও একতা।

***ভালোবাসা:*** প্রথম পাঠে সাধু পলের লেখা থেকে একটি প্রেমের বা ভালোবাসার কবিতা শুনলাম। এই কবিতা গোটা মণ্ডলীর প্রেমগীতি, এটা পরিবার বা তোমরা যারা গৃহ-মণ্ডলী হিসেবে আছ তোমাদের জন্য নিত্যদিনের প্রেমগান। তোমাদের বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনের মাপকাঠি হচ্ছে ভালোবাসা। ভালোবাসা ছাড়া সবকিছুই বাহ্যিক, ঢংঢঙানি ও ঝনঝনানি মাত্র। ভালোবাসা সহিষ্ণু, কোমল; ভালোবাসায় ঈর্ষা নেই, অহংকার নেই, রুক্ষ ব্যবহার নেই, স্বার্থচিন্তা নেই, বদমেজাজ নেই; ভালোবাসা বিচার করে না, অধর্মতায় আনন্দ করে না, সবকিছু ক্ষমা করে। ভালোবাসার মধ্যে আছে সীমাহীন বিশ্বাস, সীমাহীন আশা ও সীমাহীন ধৈর্য। ভালোবাসার মৃত্যু নেই, ভালোবাসাই ভালোবাসাকে মরতে দেয় না। তোমরা বিশ্বাস করো, তোমাদের মধ্যে এই ভালোবাসা আছে, তাই তোমরা পরিবাররূপে আছ। যদি ভালোবাসার অভাব অনুভব হয় তা হলে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসার জন্য আশা জাগ্রত হবে।

***একতা:*** তোমরা বিশ্বাস করো যে, তোমাদের বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে একতা আছে। তোমাদের পারিবারিক একতার মধ্য দিয়ে তোমরা পবিত্র ত্রিত্বের ঐক্য প্রকাশ করে থাক। তিনে মিলে এক, দুয়ে মিলে এক, পিতা, মাতা ও সন্তান মিলে এক – অনর্থক বা অর্থহীন কথাবার্তা নয়। পরিবারের প্রিয়জনেরা, তোমরা তোমাদের জীবনের শক্তি কোথা থেকে পাও? আজকের মঙ্গলসমাচারে সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে: মহাযাজক যিশু তোমাদের জন্য প্রার্থনা করেন; তোমাদের জন্য তাঁর যাজকীয় প্রার্থনা হচ্ছে: "তারা যেন এক হয়"। এটাই তোমাদের শক্তি। জীবনকে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করে তিনি সেই প্রার্থনা করেন। তোমরা তোমাদের বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনের একতা দিয়ে যিশুর মহিমা ও তাঁর গৌরব প্রকাশ করছ।

পিতা তোমাদের ভালবাসেন, পুত্রের অনুগ্রহ তোমাদের মধ্যে আছে এবং পবিত্র আত্মায় তোমরা অভিষিক্ত, অধিষ্ঠিত ও প্রেরিত। তাই তোমাদের মধ্য দিয়ে, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার জয় হোক। পরিবার হিসেবে তোমরাও মহিমান্বিত। তোমাদের মহিমায় গোটা মণ্ডলীও মহিমান্বিত। আমেন ॥

(ঢাকা মহানগরীর আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত "পরিবারের জুবিলী উদযাপন" তেজগাঁও ধর্মপল্লী, ঢাকা জুলাই ১১, ২০২৫ খ্রি. তারিখে খ্রিস্টযাগে প্রদত্ত ধর্মোপদেশ)

# উপাসনা সঙ্গীত: আমার অভিজ্ঞতা

**আগষ্টিন রোজারিও**

খ্রিস্টীয় উপাসনা সঙ্গীত হলো পবিত্র খ্রিস্টযাগের প্রাণ। উপাসনা সঙ্গীত হলো খ্রিস্টযাগের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাধু আগষ্টিন বলেছেন- "যে ভাল গান করে, সে দু'বার প্রার্থনা করে"। তাই আমরা যেন খ্রিস্টযাগে ভক্তি, বিশ্বাস, আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ মনোযোগ সহকারে উপাসনা সংগীতগুলো পরিবেশন করি। প্রতি ধর্মপল্লীতে একটি গানের দল থাকে। গানের দল ভাল করলে উপাসনা হয়ে ওঠে অর্থপূর্ণ, প্রাণবন্ত ও প্রাঞ্জল। খ্রিস্টীয় উপাসনা সঙ্গীত খ্রিস্টযাগে প্রাণ সঞ্চার করে। খ্রিস্টীয় সঙ্গীতের ব্যাপারে পূর্ব-প্রস্তুতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিস্টযাগে গানের দলের ভূমিকা ও অংশগ্রহণ যথার্থ হওয়া আবশ্যক। সেই জন্য পূর্ব প্রস্তুতির বিকল্প নেই। গানের দলের অবস্থান বা বসার জায়গা এমন জায়গায় হতে হবে যেখান থেকে বেদী ও যাজককে দেখা যায়, এমনকি সহজে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। আগেই বলেছি, খ্রিস্টীয় সঙ্গীত উপাসনার প্রাণ। গান ভাল না হলে উপাসনা বিঘ্নিত হয়।

রবিবাসরীয় উপাসনায় নির্দিষ্ট মূলভাব থাকে এবং তার সঙ্গে মিলিয়ে খ্রিস্টীয় সঙ্গীত বাছাই করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে 'উপদেশ সহায়ক' উপাসনা পুস্তকের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তাছাড়া গীতাবলীতে গানের শ্রেণিবিন্যাস আছে। প্রবেশ গীতিকা কিংবা কম্যুনিয়ন গান সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। গীতাবলী আমাদের অন্যতম সম্পদ ও উপাসনা সহায়ক গীতাঙ্ক। অনেক সময় দেখা যায় গান বাছাইয়ের ব্যাপারে, গানের দলের পরিচালকগণ যথাযথ দিকনির্দেশনা মানছেন না। নিজেদের পছন্দমত গান গাওয়া হচ্ছে। এতে কোন্ গান কখন গাওয়া হবে এই বিষয়গুলো তালগোল পাকিয়ে ফেলা হচ্ছে। প্রবেশ গীতিকায় গাওয়া হচ্ছে কম্যুনিয়নের গান। আবার উৎসর্গে গাওয়া হচ্ছে প্রবেশ গীতিকা। রবিবাসরীয় উপাসনায় নির্দিষ্ট দিনের মূলভাবকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টযাগের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে মিলিয়ে যথাযথ প্রাসঙ্গিক গান গাওয়া শ্রেয়।

ছোটবেলায় দেখতাম বাড়িতে বাবা দোতারা বাজিয়ে গান গাইতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়িতে গানের আসর বসত আর পাড়ার মুসলমান ও খ্রিস্টান লোকজন এসে গান শুনতো। এই পরিবেশে বড় হতে হতে কখন যে গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলাম বুঝতেই পারিনি। বাবা দোতারা বাজিয়ে গান গাইতেন আর আমি খুব লক্ষ্য করতাম। এভাবে দেখে দেখেই আমি দোতারা বাজনা শিখে গেলাম এবং বিভিন্ন জায়গায় মঞ্চে গান গাইতাম। যখন আমি গান গাইতাম, তখন দোতারা আমার চেয়ে বড় ছিল। আমি গান গেয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক পুরস্কার অর্জন করেছি।

আমি যখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে হস্তার্পণ অনুষ্ঠানে ঢাকা থেকে আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী আসেন। ঐদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমি দোতারা বাজিয়ে গান গেয়েছিলাম। দোতারাটা আমার চেয়ে বড় হওয়ায় আমি নাগাল পাচ্ছিলাম না। গান শেষ হতেই সবাই প্রচুর করতালি দিতে থাকে। এমন সময় আর্চবিশপ অমল গাঙ্গুলী তার আসন থেকে উঠে এসে আমাকে স্টেজের মধ্যেই কোলে তুলে নিয়ে একটা মেডেল উপহার দিলেন। সেদিনের কথা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। তিনি আমাকে অনেক অনেক আশীর্বাদ করেছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি- সেদিন থেকে সব সময়ই ঐ ঘটনা আমার মনে দাগ কাটতো এবং গানের প্রতি আমার আগ্রহ আরো বেড়ে গেল। এভাবে চলতে থাকে দিন।

আমি বিভিন্ন জায়গায় ওস্তাদদের কাছে গান শিখেছি। প্রথমে চাটমোহর, দিনাজপুর এবং ঢাকার বনানী সেমিনারীতে ২০ দিনের ও ৪ দিনের কোর্সে দুইবার অংশগ্রহণ করি। বনানীতে আমি ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা, লিউ জে. বাড়ৈ, দীপক বোস, যোসেফ কমল রড্রিক্স, ফাদার মারিও মিস্ত্রী, পূরবী সরকারের কাছে গানের তালিম নিই এবং বাংলাদেশের সকল ধর্মপল্লী থেকে আগত ১৯২জন খ্রিস্টভক্তের মধ্যে পরীক্ষায় ২য় স্থান পেয়ে গোল্ড মেডেল পেয়েছিলাম। ফাদার কার্লো বুজ্জি পিমে আমাকে ঢাকার বনানীতে সংগীত কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে খ্রিস্টযাগে গান পরিচালনা শুরু করি। ঐ থেকে শুরু হয় খ্রিস্টীয় সংগীতের সাথে আমার পথ চলা। মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে এবং নিজ গ্রামেও অধিকাংশ গানই আমার শিখানো। এ পর্যন্ত অনেক যাজকীয় অভিষেক, বড়দিন, ইস্টার ও বিভিন্ন পর্বানুষ্ঠানে গান পরিচালনা করেছি। বোর্ণী, ফৈলজানা এবং রাজশাহী বিশপ মহোদয়ের অভিষেক অনুষ্ঠানেও সঙ্গীত পরিচালনা করেছি। রাজশাহী পালকীয় কেন্দ্রে সঙ্গীত প্রশিক্ষক হিসেবে ছেলেমেয়েদের গান শিক্ষা দিয়েছি ও বিভিন্ন স্থানের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধিতে খ্রিস্টীয় উপাসনা সঙ্গীত বিশেষ ভূমিকা রাখে। সর্বপ্রথম মাথায় রাখতে হবে সঙ্গীত নির্বাচন। কোন অনুষ্ঠানে কোন গান প্রযোজ্য সে বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। গান যেন অর্থপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সে বিষয়ে বিশেষ সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। বর্তমানে ধর্মের প্রতি মানুষের অনীহা লক্ষ্য করা যায়। বাহ্যিক জৌলুস চাকচিক্যের গহীন অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে ধার্মিকতা। ভালো সঙ্গীত পরিবেশন করে মানুষের অন্তরের অন্তস্তল স্পর্শ করা যায়। তেমনি খ্রিস্টযাগে ভালো গানের মাধ্যমে ধর্মের প্রতি মানুষের অনুরাগ বৃদ্ধি করা যায়। খ্রিস্টযাগে বা অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যদি মানসম্পন্ন গান পরিবেশন করা হয়, তাহলে সবাই বলেন অনুষ্ঠান বা খ্রিস্টযাগ ভালো হয়েছে ও প্রাণবন্ত হয়েছে। খ্রিস্টযাগ প্রাণবন্ত করার পুরো দায়িত্ব গানের পরিচালক এবং কয়্যার গ্রুপের।

সাপ্তাহিক প্রতিদিনের খ্রিস্টযাগে সবাই অংশগ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে অধিকাংশ মানুষ অংশগ্রহণ করে। রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে প্রতিটি গান, সামসংগীত আবৃত্তি করার কথা থাকলেও অনেকে তা করে না। এতে উপাসনার নিয়ম ব্যাহত হয়। গানের দলের বাদ্য-বাজনার ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সাউন্ড সিস্টেমকে যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। বাজনার আওয়াজ যদি গানের কথাকে ঢেকে ফেলে তবে সেখানে খ্রিস্টভক্তগণ খ্রিস্টযাগে মনোযোগ দিতে অনীহা প্রকাশ করেন।

ধর্মীয় সঙ্গীত আমাদের খ্রিস্টযাগ বা যে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে। যদি আমরা সঠিকভাবে, সঠিক সময়ে, যথাযথ স্থানে সঙ্গীত উপস্থাপন করতে না পারি তাহলে পুরো অনুষ্ঠানটি প্রাণহীন হয়ে পড়ে। বর্তমানে উপাসনা সঙ্গীতে নতুন নতুন পরিচালক-পরিচালিকার সৃষ্টি হয়েছে। এটা আমাদের খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্য গর্বের বিষয়। খ্রিস্টযাগে খ্রিস্টভক্তগণ যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করতে পারে এমন গান বাছাই করা প্রয়োজন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এমন গান তারা বাছাই করে যা শুধু তাদের মধ্যে গুটি কয়েকজন গাইছে। আবার অনেক সময় গানের তাল, সুর, লয় কিছুই ঠিক থাকছে না। বাণীদীপ্তি কর্তৃক যে সুর দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ আলাদা সুরে গাওয়া হচ্ছে। খ্রিস্টযাগে ছোটবড় সবগুলো গান যেমন- বিশ্বাসমন্ত্র, পুণ্য পুণ্য, স্মরণগীতি, যুগ যুগ ধরে, প্রভুর প্রার্থনা, হে বিশ্বপাপহর আবৃত্তি না করে গানের আকারে হওয়ার কথা। কিন্তু অনেক সময় সব গান জানা নেই বিধায় তা গাওয়া হচ্ছে না। আর যারা জানে তাদের সাহায্যও নেওয়ার প্রয়োজন মনে করছে না। এতে উপাসনা নিয়ম অনুযায়ী হচ্ছে না। নতুন

নতুন গানের সমারোহে পুরনো গান হারিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু আগের গানগুলোতে যে ভাব গাম্ভীর্যতা ছিল তা বর্তমান গানগুলোর মধ্যে সব সময় পাওয়া যাচ্ছে না।

আগের এবং বর্তমানে খ্রিস্টীয় উপাসনা সঙ্গীত অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। আগের গানগুলোর কথা, সুর, তাল ও লয়ের সামঞ্জস্য খুব বেশি ছিল। বর্তমানে সব নয়, তবে কিছু কিছু গান খ্রিস্টযাগে গাওয়া তো দূরের কথা, গানটা প্রবেশ গীতি না অর্পণ গীতি বা প্রসাদ গীতি বুঝাই যায় না। বর্তমানে বাহ্যিক আড়ম্বরের সাথে সাথে মনে হচ্ছে গানগুলোও প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। আমি সব গানের কথা বলছিনা কোন কোন ক্ষেত্রে এ বিষয় লক্ষ্যণীয়। আবার কোন কোন গানের কথা ও সুর খুবই সুন্দর যা খ্রিস্টযাগে গাওয়ার উপযোগী। নতুন নতুন শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই খুব সুন্দর গাইছেন, সুর দিয়েছেন যা প্রশংসার দাবিদার। আগে হাতেগোনা গুটি কয়েকজন গান পরিচালনা করতেন কিন্তু বর্তমানে অনেক নতুন নতুন শিল্পী হওয়ায় প্রতিযোগিতার মতো হয় কে আগে বসবে গানের দলে। এটা একটা ভাল দিক, কারণ এতে উপাসনায় সবাই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করতে পারে।

খ্রিস্টযাগে উপাসনা সঙ্গীত পরিচালনা করেন এমন কয়েকজনের কাছ থেকে খ্রিস্টীয় উপাসনা সঙ্গীত বিষয়ে জানার চেষ্টা করেছি। প্রত্যেকেই খ্রিস্টযাগে উপাসনা সঙ্গীত বিষয়ে বলছেন যে, শুদ্ধ ও শ্রুতিমধুর সঙ্গীত সবাইকে আকৃষ্ট করে। আর উপাসনা সঙ্গীত মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা, ভক্তি ও বিশ্বাস বাড়াতে খুবই প্রয়োজনীয়। তারা প্রত্যেকেই উপাসনা সঙ্গীত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা দরকার বলে মত ব্যক্ত করেছেন। মথুরাপুর ধর্মপল্লীর কাতুলী গ্রামের সাধু আন্তনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সাগরী গমেজ বলেন, খ্রিস্টীয় উপাসনা সঙ্গীত সফলভাবে পরিচালনার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আমার একটাই লক্ষ্য থাকবে খ্রিস্টযাগ যেন সুন্দর, প্রাণবন্ত ও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। গানের দল সঠিক সময়ে যথা স্থানে বসেছে কিনা তা লক্ষ্য রাখতে হবে। গানে ছেলে ও মেয়ে কণ্ঠ আলাদা থাকলে সেভাবেই বসাতে হবে। বাদ্যযন্ত্র টিউনিং, সাউণ্ড সিস্টেম, মাউথ পিচে শব্দের সমন্বয় আছে কিনা এবং গান যেন বাদ্যযন্ত্রের শব্দে ঢাকা পড়ে না যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পরিচালক এবং খ্রিস্টযাগ উৎসর্গকারী পুরোহিতের সঙ্গে যোগাযোগ বা আই কন্টাক করা যায় কিনা সে রকম স্থানে বসতে হবে। গানের দলের পরিবেশ যেন ঠিক থাকে সে দিকেও লক্ষ্য রাখা জরুরী। অনেকে অযথা কথা বলা ও হাসাহাসি করা; গানের দলে এ রকম পরিবেশ যেন অন্যের বিঘ্নের কারণ না হয়ে ওঠে সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। অযথা বাইরে যাওয়া, পিছন বা এদিক সেদিক তাকিয়ে পরিবেশ যেন নষ্ট না করে সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ওপর ভিত্তি করে গান বাছাই করতে হবে যেন অনুষ্ঠান অর্থবহ হয়ে ওঠে। রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে ক্ষমা অনুষ্ঠান হতে শুরু করে সমাপন গীতি পর্যন্ত প্রতিটি গান পরিবেশন করতে হবে। সামসঙ্গীত প্রয়োজনে গানের আকারে করা যায়। গীতাবলীতে গানের সিরিয়াল অনুযায়ী যে গান দেওয়া থাকে সে অনুযায়ী গান বাছাই করতে হবে। আর খ্রিস্টযাগে সমাপন গীতিতে অবশ্যই ধন্যবাদমূলক গান গাওয়া দরকার। কুমারী মারীয়া বা অন্য কোন গান গাওয়া হতে বিরত থাকলে ভালো। খ্রিস্টযাগে মহিমা স্তোত্র, আল্লেলুইয়া গান সব সময় ব্যবহার করতে হয় না। তাই কখন করতে হবে বা কখন করতে হবে না সে বিষয়ে জানা ও লক্ষ্য রাখতে হবে।

সূচিত্রা রিবেরু যিনি সাধ্বী রীতা'র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা। খ্রিস্টযাগে তিনি সঙ্গীত পরিচালনা করে থাকেন। ধর্মপল্লীর পূর্বে এবং বর্তমান সঙ্গীতের হালচাল কেমন প্রশ্ন করাতে তিনি বলেন, 'সুরেই স্রষ্টার আবির্ভাব' 'যে ভাল গান করে, সে দু'বার প্রার্থনা করে'। সাধু আগষ্টিনের এই কথাটি আমার অন্তরে তীক্ষ্ণভাবে গেঁথে আছে। তাই শিশুকাল থেকে খ্রিস্টীয় উপাসনা সঙ্গীতকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি এবং অন্তর থেকে এই সঙ্গীত করার চেষ্টা করি। তবে শিশু বয়সে দেখেছি বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পীগণ কোন প্রকার বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই বেশিরভাগ সময় উপাসনালয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। কারণ অতীতের সঙ্গীতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ছিল না। তবে মানুষের অন্তরে ভক্তি, ভালোবাসা ও প্রেম ছিল সংস্কৃতি-কৃষ্টির প্রতি। আধুনিক বিশ্বের প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে গেলে কৃষ্টি-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে মঙ্গলবাণী প্রচার করা যেমন আমাদের দায়িত্ব তেমনি খ্রিস্টীয় উপাসনা সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রার্থনায় সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করাও আমাদের কর্তব্য। তাই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে অন্যান্য ধর্মপল্লীর ন্যায় আমাদের ধর্মপল্লীতেও একটি খ্রিস্টীয় উপাসনা সঙ্গীত দলের গুরুত্ব রয়েছে।

শিশু নিকেতন, জগতলা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অলিন্দা পালমাকে খ্রিস্টীয় উপাসনা সঙ্গীত পরিচালনায় কাদের ভূমিকা বেশি রয়েছে বলে জানতে চাইলে বলেন, খ্রিস্টীয় সঙ্গীত আমাদের জন্য অতিশয় আনন্দময় একটি উপহার। এই সঙ্গীতের ওপর আমাদের সকলেরই যথেষ্ট ভূমকা রয়েছে। তবে উপাসনা পরিচালনা বা বিভিন্ন খ্রিস্টীয় অনুষ্ঠানে বা পর্বদিনে সঙ্গীত একটি বিশেষ ভূমিকা বহন করে। আমার দৃষ্টিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বা উপাসনায় সঙ্গীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে খ্রিস্টবিশ্বাসী জনগণের ভূমিকা বেশি। তবে ব্রতধারী-ব্রতধারিণীদের সহযোগিতায় জনগণ উৎসাহ ও সুযোগ পায়। জনগণ বলতে সবার ভূমিকা যে সমান তা নয়। মাত্র বিশেষ কয়েকজন নিরলসভাবে খ্রিস্টীয় সঙ্গীত পরিচালনায় বা শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে সেবা দিয়ে থাকে। তবে বর্তমানে অনেক যুবক-যুবতী উপাসনায় সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছে।

পরামর্শ হিসাবে বলতে পারি, যদি প্রত্যেক ধর্মপল্লীতে দায়িত্বরত ফাদারগণ উপাসনা সঙ্গীত দল তৈরির ক্ষেত্রে উদ্যোগ ও সহযোগিতা প্রদান করেন তাহলে সফল খ্রিস্টীয় উপাসনা সঙ্গীত দল পূর্ণতা লাভ করবে বলে আশা রাখি। গোধূলী কস্তা মথুরাপুর ধর্মপল্লীর যুবতী; যিনি উপাসনায় সঙ্গীত পরিচালনায় দক্ষ। তিনি তার অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, আমি আমাদের ধর্মপল্লীর উপাসনা সঙ্গীত দলের সাথে জড়িত। আমি মনে করি গির্জায় সঙ্গীত পরিচালনার ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু পূর্বপ্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। কারণ প্রস্তুতি ছাড়া সঙ্গীত পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর বিশেষ করে বছরের বিশেষ উপাসনায় যেমন- বড়দিন, পুণ্য সপ্তাহ, পুনরুত্থান উৎসব এবং বিভিন্ন পর্বগুলোতে গান পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের বিষয় মাথায় রেখে উপাসনা সঙ্গীত নির্বাচন করা দরকার।

পরিশেষে, পিতামাতা ও অভিভাবকদের নিকট জোর দিয়ে বলতে চাই, ছেলেমেয়েদের খ্রিস্টীয় সঙ্গীত শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করুন এবং বাড়িতে নিজেরাও চর্চা করবেন। সঙ্গীত ছাড়া আমাদের উপাসনা অচল। খ্রিস্টধর্মকে কৃষ্টি-সংস্কৃতির আদলে বিকশিত করতে ও উপাসনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে খ্রিস্টীয় সঙ্গীতের বিকল্প নেই। আসুন আমরা উপসনায় সব সময় প্রাণ খুলে গান গাওয়ার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টের গৌরব বন্দনায় মুখর হয়ে ওঠি।

*৫ পৃষ্ঠার বাকি অংশ*

উদ্ভাসিত পরম পবিত্রতায়। কেননা পবিত্রতা কঠিন, কারণ এটি আত্মসংযম, ক্ষমা, ধ্যান-প্রার্থনা আর অন্তরের বিশুদ্ধতার পথে ডাকে। এ পথই একমাত্র পথ যেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে মিলিত করে, এবং যেখানে মানুষের নিগূঢ়তম প্রশান্তি।

সকলের প্রতি আহ্বান যাঁরা সত্যিকারের বিশ্বাসে বাঁচতে চান, তাঁদের প্রত্যেককে নিজের ভিতরে সেই পবিত্রতার আলো জাগিয়ে তুলুক। ঈশ্বর বাহিরে নয়, শুদ্ধ চরিত্রের ভেতরেই নিজেকে প্রকাশ করেন। আর সেই বিশ্বাসই প্রকৃত যা মুখে নয়, জীবনে প্রকাশ পায়। পবিত্র আত্মায় যারা বাঁচে, তারাই সত্যিকার অর্থে খ্রিস্টের আলোয় বাঁচে।

# প্রবীণেরা আমাদের আশীর্বাদ

যে ব্যক্তিবর্গ নবীন সমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সঠিক দিক-নির্দেশনা, পরামর্শ ও নৈতিকতার মানদণ্ড প্রদান করেন তারাই হলেন প্রবীণ ব্যক্তি। প্রবীণরা সর্বদাই শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। প্রবীণদের উপর নির্ভর করে নবীন প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, যাদের আদর্শে এবং দিক-নির্দেশনায় পরিবার, সমাজ এবং মণ্ডলী উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় কিন্তু বর্তমানে প্রবীণ ব্যক্তিদের যথার্থ মূল্যায়ন করা হয় না, তাদের যথার্থ সম্মান দেওয়া হয় না। যার দায় অনেকটা যুব সমাজের উপর বর্তায়। তাই এই প্রবীণ দিবস উপলক্ষে প্রবীণদের জীবনের কিছু কথা, অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা নিয়ে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর বিশেষ প্রতিবেদন 'প্রবীণেরা আমাদের আশীর্বাদ' তুলে ধরা হলো। প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে বিশাল এভারিশ পেরেরা ও নব যোয়াকিম কস্তা।

***পরিচয়:*** আমার নাম **সুনিল আলফ্রেড পেরেরা**। আমার বাবার নাম ম্যাথিও পেরেরা এবং মা'র নাম ফিলোমিনা রোজারিও। আমার বয়স ৮৩ বছর। আমার জন্ম গাজীপুর জেলার, কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, চড়াখোলা গ্রামে। আমি একজন কৃষক পরিবারের সন্তান। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে পার্বতি গমেজকে বিয়ে করার মাধ্যমে আমি বিবাহ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করি। আমার চার সন্তান। আমার মেয়ের নাম সনি, বড় ছেলে ববি, মেজো ছেলে রকি ও ছোট ছেলের নাম রোমিও। আমার কর্ম জীবনের সূচনা হয় কারিতাস বাংলাদেশের ইরিগেশন প্রজেক্টে। সেখানে আমি দীর্ঘ ২৮ বছর চাকরি করি। বর্তমানে আমি খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে কর্মরত আছি। আমি এখন সংস্কৃতি, অভিনয় এবং লেখালেখির সাথে যুক্ত আছি।

***পরিবার সমাজ ও মণ্ডলীতে প্রবীণদের মর্যাদা ও অবদান:*** প্রবীণগণ সর্বদায় সম্মানিত। পরিবারে, সমাজে ও মণ্ডলীতে প্রবীণগণ আশীর্বাদস্বরূপ। তাদের জীবনাভিজ্ঞতা দিয়ে তারা নবীন শিশুদের লালন-পালন করে থাকে। সমাজকে ন্যায্যতার পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন আর মণ্ডলীতে তারা আদর্শ স্থাপন করতে পারে তাদের সার্থক সহায়তা, পরামর্শ এবং জীবনাচার দিয়ে। প্রবীণগণ সর্বদাই বৃহত্তর সমাজে গ্রহণীয় ও সম্মানীয় হয়ে থাকেন। প্রবীণগণ যদি খ্রিস্টীয় আদর্শে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে, তবে তারা অন্যদের মাণ্ডলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। তাদের পরামর্শে পরিবার, সমাজ ও দেশ এগিয়ে যেতে পারে। কাজেই প্রবীণদের মর্যাদা রাখার দায়িত্ব যেমন নিজেদের, তেমনি নবীনদের উচিত প্রবীণদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করা।

***সমাজ পরিবর্তনে প্রবীণদের ব্যক্তিগত মতামত:*** প্রবীণগণ সমাজ বিনির্মাণের কারিগর। সমাজ পরিবর্তনে মূল ভূমিকা পালন করে প্রবীণগণ। তাই আগে নিজেদের আদর্শ স্থাপন করতে হবে। খ্রিস্টীয় সমাজ গঠনে বেশকিছু নীতিমালা মণ্ডলী দিয়ে থাকে। প্রতিনিয়ত গির্জায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তব্যের মধ্য দিয়েও দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। আর তাই এ ব্যাপারে পুরুষ-মহিলা উভয়কেই সমভাবে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

***প্রবীণদের অবস্থানকে ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবার যেভাবে দেখে:*** প্রবীণগণ সর্বদাই শ্রদ্ধার পাত্র। তবে মানুষের শ্রদ্ধা পেতে হলে নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। একসময় প্রবীণদেরকে সবাই মান্য করতো। পরিবারে, সমাজে সর্বত্রই ছিল তাদের সর্বময় কর্তৃত্ব। অশিক্ষিতদেরও শিক্ষিতরা মান্য করতো, শ্রদ্ধা জানাতো। তাই পরিবার সমাজ ছিল শান্তিপূর্ণ। কিন্তু বর্তমানে ছাত্রদের ভয়ে তটস্থ শিক্ষকবৃন্দ, বাড়ির যে মুরুব্বি, তিনিও এখন আর কোন মতামত দেন না। যুবক ছেলেটিই এখন পরিবারের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। যে বৃদ্ধ বাবা-মা ছিলেন ছায়াবৃক্ষ এখন তারা উপহাসের পাত্র। গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে আর সম্মান দিতে চাই না নবীনেরা। ফলে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে প্রবীণদের মর্যাদা। আর এখন তারা বৃদ্ধাশ্রমের বাসিন্দা।

***প্রবীণেরা পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীতে কি প্রত্যাশা করে:*** একজন মানুষ আগে পরিবার, সমাজ তথা সর্বত্রই ছিল সম্মানিত এবং তার পরামর্শ সকলেই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করত। কিন্তু সেই একই ব্যক্তি এখনো সম্মানের প্রত্যাশা করে। তারা প্রত্যাশা করে, নাতি-নাতনিদের নিয়ে একত্রে বাস করবে, সন্তানেরা লেখাপড়া করে মানুষ হবে এবং সমাজে ও মণ্ডলীতে যতটুকু সম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তারা চায়, তাদের সন্তান ভালো থাকুক ও ভালো মানুষ হোক।

***সুন্দর জীবন গঠনে প্রবীণদের ব্যক্তিগত পরামর্শ:*** সময়ের বিবর্তনে সমাজও বদলে যাচ্ছে। কাজেই, এখন প্রবীণদের বুঝতে হবে সময়ের দাবি কি, কেমন তাদের নির্দেশনা। এখন ধমকের যুগ শেষ, শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে লাঠি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। ধর্মগুরুদেরও ভক্তগণের মতামত নিয়ে ভাবতে হবে, তাদের সাথে পরামর্শ করতে, আলোচনার প্রয়োজনে তাদের মতামতকে প্রাধান্য দিতে হয়। একক কর্তৃত্ব এখন অচল। প্রবীণেরাও আগের মত কর্তৃত্ব ফলাতে চান না। একক নির্দেশনা নয়, নতুন পুরাতন মিলিয়েই নতুনকে গড়ে তুলতে হবে। বটবৃক্ষের ছায়ার বদলে চায় রঙিন ফুলের বাগান। প্রবীণগণ শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবেন নবীনদের নিত্য নতুন উদ্ভাবনী, নতুন পৃথিবীর রূপরস। এসব কারণেই এখন সেই একক নির্দেশনার সমাজ ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে, বিরাজ করছে অশান্তি, মারামারি, আর নৃশংস হত্যা। বাজারে প্রবাদ রয়েছে,"পুরাতন চাউল ভাতে বাড়ে"। এ কথাটা এখন অনেকেই তাচ্ছিল্যভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মণ্ডলী গঠনেও নতুনদের একই ভূমিকা। ইদানিং রাজনীতির হালচাল দেখেই বুঝতে আর বাকি নেই নতুনদের হাতে সমাজ-দেশ নিরাপদ নয়। পুরাতনদের ঠেলে ফেলে দেওয়া যাবে না। তাদের কাছ থেকেও নতুনদের অনেক কিছু শেখার আছে যা বর্তমানে অতীব জরুরী। তাই সুন্দর জীবন গঠনে প্রবীণদের পরামর্শ- দেখ, দেখে শিখ। এক সেকেন্ডের বড় যে, সে আমার গুরু এ কথাটা মানতে হবে। স্নেহ, মমতা, ভালোবাসাপূর্ণ শান্তির পরিবার, সমাজ, দেশ সবারই কাম্য। প্রবীণত্ব প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। এ সময়ে সবাই আশা করে একটু ভালোবাসা, সেবা-যত্ন। কিন্তু বর্তমানে বাস্তবতায় প্রবীণেরা হচ্ছে অবহেলিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত ও বৈষম্যের শিকার। মনে রাখতে হবে- একদিন তুমিও বৃদ্ধ বা প্রবীণ হবে। অতএব সাবধান হও, প্রবীণদের অবজ্ঞা নয়, ভালোবাসো। শেষকালে এটাই তাদের প্রত্যাশা।

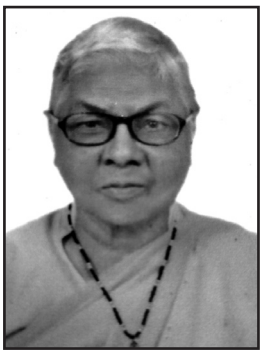

১. আমি **সিস্টার মেরী ইম্মাকুলেট পেরেরা আরএনডিএম**। আমার জন্মস্থান তেজগাঁ, ঢাকা। আমার পিতার নাম প্রয়াত লুইস পেরেরা ও মাতার নাম প্রয়াত তেরেজা পেরেরা। ঈশ্বরের দয়ায় আমি সুস্থ আছি ও মিশনের কাজে ব্যস্ত আছি। আমি এ বছর আমার পাঁচ ভগ্নীদের সাথে ষাট বৎসরের ব্রতীয় জীবনের জুবিলী উৎসব করছি।

২. পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীতে প্রবীণদের মর্যাদা ও অবদান অনেক। তথাপি অনেক সময় আমরা প্রবীণরা সেই সম্মান থেকে বঞ্চিত ও অবহেলিত হই। পরিবারে প্রবীণরা সকলের কাছে বোঝা মনে হয়। প্রবীণরা ক্লান্ত দেহে বেশী কাজ করতে পারেন না কিন্তু বুদ্ধি, পরামর্শ, জ্ঞান ও প্রার্থনা দিয়ে সমাজে, পরিবারে ও মণ্ডলীতে এক অনন্য ভূমিকা পালন করেন। প্রবীণরা হলো সকলের পথ প্রদর্শক।

৩. বর্তমানে সমাজ প্রবীণদের ভূমিকা অনেক বেশী কিন্তু এই প্রযুক্তি তত্ত্ব যুগে সমাজ পরিবর্তনের জন্য অবদান রাখা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। বর্তমান যুগে অধিকাংশ সময় সমাজে প্রবীণদের অমান্য করে এবং সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে বাধার সৃষ্টি করে।

৪. বর্তমান যুব সমাজ প্রায় তলিয়ে যাচ্ছে। জীবনকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অনেক দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। মোবাইল, কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্র নিয়ে সবাই ব্যস্ত। এখন প্রার্থনার জীবন নাই বললেই চলে। প্রায় পরিবার ভেঙে যাচ্ছে প্রতিযোগীতার কারণে। তাই প্রবীণদের প্রত্যাশা, সকল কাজের মধ্যেও যেন পরিবার, সমাজ ও যুব সমাজ প্রার্থনায় শক্তিশালী থাকে ও প্রবীণদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যায়।

৫. প্রবীণ হিসেবে আমার পরামর্শ হলো সকল পরিবার যেন একত্রে মিলেমিশে আশার তীর্থযাত্রী হতে পারে। প্রার্থনায় আস্থা রাখা, সহজ জীবন যাপন করা এবং অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। নিজেদের প্রতি নির্ভরশীল না হয়ে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল হতে হবে। জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকা। নিজেদের সুন্দররূপে গঠন করা ও গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা। এছাড়া দরিদ্রদের পাশে যেন উদারভাবে দাঁড়ায় এবং সঠিক পথে চলতে যেন ভাল ও সৎ বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে সমাজের ও মণ্ডলীর কাজে এগিয়ে আসে। বর্তমানে ধর্মীয় জীবনে আহ্বান অনেক প্রয়োজন। যিশু বলেছেন- "ফসল তো প্রচুর, কিন্তু কাজ করার লোক অল্পই। তাই ফসলের মালিককে মিনতি জানাও, তিনি যেন তাঁর শস্যক্ষেতে কাজ করার লোক পাঠিয়ে দেন" *(মথি ৯:৩৭-৩৮)*।

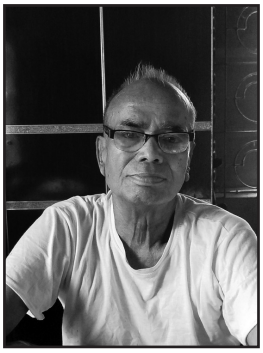

***পরিচয়:*** আমার নাম **ক্লেমেন্ট পরিমল কোড়াইয়া**। আমার বয়স ৭৫ বছর। আমার বাড়ি বোয়ালী গ্রাম, তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে। স্ত্রী, দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে নিয়েই আমার পরিবার কিন্তু কয়েক বছর আগে আমার এক মেয়ে মারা গেছে। বর্তমান আমার তিন সন্তানই বিবাহিত। আমার দুই ছেলে বিদেশে কর্মরত এবং মেয়ে তার স্বামী নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে থাকে। আমি কারিতাসের একটি ক্লাবের সাথে যুক্ত ছিলাম তবে অসুস্থতার কারণে বর্তমানে আমি অবসর গ্রহণ করেছি। কিন্তু যখনই ক্লাবের প্রয়োজন হয় তখনই আমি তাদের সাহায্য সহযোগিতা করি। এছাড়া আমি গ্রামে বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত আছি।

***পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীতে প্রবীণদের মর্যাদা ও অবদান:*** আমাদের খ্রিস্টান সমাজ আজ অধঃপতনের পথে। সবাই যার যার ব্যক্তিস্বার্থ, পরিবার নিয়ে ব্যস্ত। তাই আমার ইচ্ছা আমাদের খ্রিস্টান সমাজে যারা প্রবীণ, তারা যেন সমাজকে উন্নত করার ব্যবস্থা নেয় এবং সমাজের বিভিন্ন দিক নির্দেশনাগুলো নবীনদের মধ্যে উপস্থাপন করে। আমি কারিতাসে কাজ করার সময় চেষ্টা করেছি ফান্ড তৈরি করে সমাজের দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য এবং সমাজের সাথে যুক্ত থেকে, সমাজকে সামনের দিকে অগ্রসর করার জন্য।

***সমাজ পরিবর্তনে প্রবীণদের ব্যক্তিগত মতামত:*** বর্তমান সমাজে ছেলেমেয়েদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা বাবা-মা বা অভিভাবকদের কাছ থেকে আলাদা থাকতে চায়। তারা একসাথে ভালোবাসা নিয়ে থাকার কথা চিন্তাই করে না। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আমাদের খ্রিস্টান সমাজ আজ অনেক অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে। যেখানে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সম্মানের কোন বালাই নেই। নবীনেরা প্রবীণদের কোন সম্মান, শ্রদ্ধা, সহযোগিতা করে না। ফলে সমাজে যারা প্রবীণ তারা দিশেহারা হয়ে পড়ছে এবং হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ছে। আর এই হলো বর্তমান অবস্থা।

***প্রবীণদের অবস্থানকে ব্যক্তি ও পরিবার কীভাবে গ্রহণ করে:*** ইদানিং দেখা যায়, অনেক পরিবারে ছেলেমেয়েরা তাদের মা-বাবার দেখাশোনা করে না, ঠিক মত খাবার দেয় না। এছাড়া অনেক পরিবারে দেখা যায়, ছেলের বউরা অনেক উদাসীন। তারা তাদের শ্বশুর-শ্বাশুরিদের সেবা যত্ন করে না, এমনকি তাদেরকে নানাভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। কিন্তু কিছুই করার নেই, কারণ বর্তমান সমাজনীতি মানুষকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলছে। আমার ব্যক্তিগত মতানুসারে বলতে চাই, মানুষের মধ্যে আর মানবতা নেই। বর্তমানে একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙে একক পরিবারে পরিণত হয়েছে, যা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য চিন্তার বিষয়।

***প্রবীণেরা পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীর কাছে কী প্রত্যাশা করে:*** বর্তমান কালে ধর্ম শুধু মুখে মুখেই প্রচার হয়, কর্মে নয়। এখন দেখা যায় যুব সমাজ উৎশৃঙ্খল, উদাসীন এবং বিভিন্ন নেশা পানির সাথে যুক্ত। আর এই কারণেই সমাজ আজ অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাই আমার প্রত্যাশা, আমাদের এই খ্রিস্টান সমাজ যেন ধ্বংস হয়ে না যায়। এই সমাজ খ্রিস্টের সমাজ, যিশুখ্রিস্ট আমাদের যে আদর্শ দিয়ে গেছেন আমরা যেন সেই আদর্শে পথ চলতে পারি এবং নিজের জীবন, সমাজ ও মণ্ডলীকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারি।

***সুন্দর জীবন গঠনে প্রবীণদের ব্যক্তিগত পরামর্শ:*** মানুষ সুন্দরের পূজারী, সুন্দর নিয়েই আমাদের জন্ম, এই জীবনকে সুন্দরভাবে গঠন

করার জন্য মানুষ সবসময় চেষ্টা করে। আর তাই জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি। বিশপ, ফাদার, পুরোহিতদের কাছে থেকে নিত্যনতুন পরামর্শ নিয়ে নিজের জীবন, পরিবার ও সমাজকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করতে পারি এবং যেন অন্যান্য ধর্মালম্বী ভাইবোনদের বলতে পারি, আমরা মানবতার ধর্ম পালন করছি, খ্রিস্টবিশ্বাসে পথ চলছি এবং খ্রিস্টকে অনুসরণ করছি। আর এটাই আমার প্রত্যাশা।

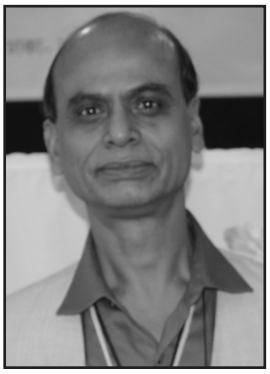

***পরিচয়:*** আমার নাম **রবি আলেকজান্ডার দরেছ**, বর্তমানে আমি অবসর প্রাপ্ত। আমার গ্রামের নাম দড়িপাড়া এবং বর্তমানে আমি তেঁজগাও ধর্মপল্লীর সাধনপাড়ায় বসবাস করছি। আমার স্ত্রীর নাম রুবী ফিলোমিনা কোড়াইয়া, আমার এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলের নাম বিশাল পিটার দরেছ ও মেয়ের নাম বেলৌনা লিলিয়ান দরেছ। তারা দু'জনেই বিবাহিত। আমার ছেলের ঘরে এক নাতনী এবং মেয়ের ঘরে এক নাতনি রয়েছে। বর্তমানে দু'জনেই গ্রীন হেরাল্ড স্কুলে পড়াশোনা করছে। ছেলে মেয়ে দু'জনেই সিএসসি ইঞ্জিনিয়ার ও বৌমা বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার।

***পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীতে প্রবীণদের মর্যাদা ও অবদান:*** আমি দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীতে প্রবীণদের মর্যাদা ও অবদান বিষয়ে মতামত দিব। প্রথমত মূল্যবোধ ও দ্বিতীয়ত নৈতিকতার রক্ষক হিসেবে প্রবীণরা পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। আমার মতে, সমাজ যত আধুনিক হোক না কেন মানবিকতা, শ্রদ্ধা, কর্তব্যবোধ এবং সৎ চরিত্রের গুণাবলী থাকা আবশ্যক। প্রবীণরা জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছেন, তাই তাঁরা পরিবর্তনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক বুঝে যুক্তিসঙ্গত মতামত দেন।

***সমাজ পরিবর্তনে প্রবীণদের ব্যক্তিগত মতামত:*** পরিবর্তন হোক উন্নয়নের জন্য, তবে সেটা যেন শিকড় না ভুলে। খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ, পারিবারিক বন্ধন ও নৈতিকতা যেন রক্ষা পায়। আমি চাই তরুণরা এগিয়ে যাক, কিন্তু ঈশ্বরভীতি ও মানবতা যেন ভিত্তি হয়। সমাজ পরিবর্তনে প্রবীণরা বলেন নতুন কিছু গ্রহণ করার জন্য, তবে সেটি যেন বাইবেলভিত্তিক জীবনচর্চা, মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা বজায় থাকে। একমাত্র পবিত্র বাইবেল ভিত্তিক সকল চিন্তাভাবনা, কর্মকান্ড আমাদের জীবনের ইহকাল ও পরকালের সব চাহিদা মিটাতে পারে।

***ব্যক্তি ও পরিবারে প্রবীণদের অবস্থান:*** ব্যক্তি ও পরিবার প্রবীণদের অবস্থানকে দু'রকমভাবে গ্রহণ করে। কখনো আন্তরিক সম্মানে, আবার কখনো উপেক্ষা ও দূরত্বে। কিন্তু খ্রিস্টীয় দৃষ্টিতে আমাদের দায়িত্ব তাঁদের যত্ন নেওয়া, শ্রদ্ধা করা এবং তাঁদের জীবন অভিজ্ঞতা থেকে শিখে সমাজ ও আত্মিক জীবনে এগিয়ে যাওয়া।

***পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীর কাছে প্রবীণদের প্রত্যাশা:*** প্রবীণরা আশা করেন পরিবারে সন্তান ও নাতি-নাতনিরা যেন তাঁদের শ্রদ্ধা, স্নেহ করে এবং তাদের জন্য সময় বের করে নেয়। তাঁরা চান কেউ যেন তাঁদের "অপ্রয়োজনীয়" না ভাবে। সমাজের কাছে প্রবীণদের প্রত্যাশা তারা চান সমাজ যেন তাঁদের অভিজ্ঞতা ও অবদানকে মূল্যায়ন করে এবং তারা যেন সমাজের উপযোগী অংশ হিসেবে বেঁচে থাকতে পারে। তারা প্রত্যাশা করে তাদের আত্মিক অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া হোক। তারা যেন প্রার্থনায় অংশ নিতে পারে এবং মণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে থাকতে পারে। তারা চান গির্জায় সকল কার্যক্রমে অংশ নিতে এবং যাজক বা লিডারদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সম্পূর্ণ সাহায্য সহযোগিতা করতে।

***সুন্দর জীবন গঠনে প্রবীণদের ব্যক্তিগত মতামত:*** সুন্দর জীবন গঠনের জন্য ঈশ্বরের পথে থাকা, পরিবারকে ভালোবাসা, পরিশ্রম করা এবং জীবনের প্রতিটি কাজে ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ এবং পরিপূর্ণ আত্মিক জীবন গঠন করা। প্রবীণরা তাঁদের দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এমন অনেক মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ দেন, যা তরুণ ও মধ্যবয়সীদের সুন্দর, অর্থবহ ও স্থিতিশীল জীবন গঠনে দিক-নির্দেশনা দেয়। এই পরামর্শগুলো শুধু পার্থিব জীবনের জন্যই নয়, বরং আত্মিক ও নৈতিক উন্নতির পথেও সহায়ক।

***পরিচয়:*** আমার নাম **রুবি পালমা**। আমার বাড়ি তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর অন্তর্গত ভেটুর গ্রামে। আমাদের বাড়ির নাম জোলাবাড়ি। বর্তমানে আমি লক্ষ্মীবাজার থাকি। আমার স্বামীর নাম অজয় পালমা। আমার দুই ছেলে। আমার বড় ছেলের তিন সন্তান। আমার বড় নাতির নাম ইথান আন্তনী পালমা ও ছোট নাতির নাম রিয়ান ভিক্টর পালমা আর ছোট নাতনীর নাম এলিসা মারীয়া পালমা।

***পরিবার সমাজ ও মণ্ডলীতে অবস্থান:*** প্রবীণদের বয়স হলে বোঝা যায় যে তারা কি অবস্থায় আছে। পরিবারের সন্তানেরা যারা নৈতিক শিক্ষায় মানুষ হয় তারা মা-বাবার সেবা-যত্ন করে, তাদের খেয়াল রাখে, অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কিন্তু যেসব সন্তানরা নেতিকবাচক শিক্ষায় বড় হয় তারা মা-বাবার যত্ন করে না, সম্মান শ্রদ্ধা করে না বরং তারা তাদের মত জীবনযাপন করে। তবে আমার সন্তানেরা ঈশ্বরের আশীর্বাদে পরিবারে সকলের অনেক যত্ন নেয়। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন আমার এই পরিবার পবিত্র পরিবারে পরিণত হয় এবং আমার আশেপাশে যে সকল পরিবার আছে তারাও যেন ভালোভাবে, সুখে শান্তিতে থাকতে পারে।

***সমাজ পরিবর্তনে প্রবীণদের ব্যক্তিগত মতামত:*** সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে যুগের পরিবর্তন হয়েছে। আগে যুবকরা প্রবীণদের শ্রদ্ধা করত, কাজে সাহায্য করত এবং তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষা গ্রহণ করত। কিন্তু বর্তমান যুগের বাবা-মা'য়েরা সন্তানদের প্রতি উদাসীন। ফলে সন্তানেরাও তাদের বাবা-মাকে আর আগের মতো সম্মান, শ্রদ্ধা করে না। তাদের নির্দেশ মান্য করে না। এখন সন্তানরা ভোগবিলাসিতা ছাড়া কিছুই বোঝে না। সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করলেও অভিভাবকরা তাদের আদর্শ মানুষ করতে পারছে না। কিন্তু অতীতে কেউ কম-শিক্ষিত হলেও তাকে তার যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হতো। বয়োজ্যেষ্ঠদের আদেশ, নির্দেশ মান্য করতো। তাই এখন

যদি মা-বাবা'রা সচেতন না হয় তাহলে সন্তানদের ভবিষ্যৎ হবে অন্ধকার। আর এই অন্ধকার হওয়ার একমাত্র দায় অধুর্ষিত অভিভাবকদের। তাই বর্তমান যুগে অভিভাবকদের এসব বিষয়ে আরও সচেতন হতে হবে।

***পরিবার সমাজ ও মণ্ডলীর প্রতি প্রত্যাশা:*** খ্রিস্টমণ্ডলীতে ফাদার, সিস্টার ও ব্রাদারগণ আমাদের অনেক আদেশ, নির্দেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু বর্তমান যুগে অভিভাবকদের উদাসীনতার কারণে তাদের সন্তানেরা গির্জায় যায় না, সন্ধ্যায় প্রার্থনা করে না, মণ্ডলীর সাথে তারা প্রায় বিচ্ছিন্ন। তাই আমার প্রত্যাশা, অভিভাবকরা যেন সন্তানদের বিষয়ে সচেতন হয়, তাদের ভালো শিক্ষা দেয় এবং মণ্ডলীর নির্দেশ পালনে উৎসাহিত করে।

***সুন্দর জীবন গঠনে ব্যক্তিগত পরামর্শ:*** আমার পরামর্শ হলো, আমাদের সন্তানরা যেন প্রার্থনা করে, বড়দের সম্মান করে, গরিব-দুঃখী মানুষদের পাশে থাকে, যারা সামর্থবান, তারা যেন অসুস্থদের সাহায্য করে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নিজের উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে।

***সংক্ষিপ্ত পরিচয়:*** আমার নাম **ফাদার হিউবার্ট অমূল্য গমেজ**। বর্তমানে আমি ঢাকার আর্চবিশপ হাউজে অবস্থান করছি। আমি ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর মোলাশীকান্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করি। আমার প্রয়াত বাবার নাম বেনেডিক্ট গমেজ এবং প্রয়াত মায়ের নাম এলিজাবেথ গমেজ। আমরা ৪ ভাইবোন। ছোটবেলা থেকেই আমি ফাদার হবার স্বপ্ন দেখতাম। তাই আমি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর সেমিনারীতে প্রবেশ করে এবং দীক্ষা লাভ করে যাজক হই। তবে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীতে প্রবেশের মধ্য দিয়ে আমার যাজকীয় গঠন জীবনের সূচনা হয়। আমি দীর্ঘ ৩০ বছর ময়মনসিংহের গারো এলাকায় কাজ করেছি এবং পরে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লী ও বিভিন্ন গঠনগৃহে সেবার কাজ করেছি। বর্তমানে আমি প্রার্থনা ও পরামর্শ দানের মধ্যদিয়ে সেবাকাজ করে যাচ্ছি।

***পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীতে প্রবীণদের অবদান ও মর্যাদা:*** এটি অনস্বীকার্য যে, পরিবার থেকে মণ্ডলী সব স্থানেই প্রবীণদের অবদান রয়েছে। প্রবীণেরা তাদের অভিজ্ঞতা ও প্রাজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরিবার ও সমাজের দিক-নির্দেশক ও পরিচালক হয়ে ওঠেন। আমরা দেখেছি, আমাদের পরিবারে আমার ঠাকুরমা'র কত অবদান রয়েছে। ঠাকুরদা অল্প বয়সে মারা গেলে ঠাকুরমাই সব দেখাশুনা করতেন। তিনি একইসাথে ঠাকুরদা ও ঠাকুরমা দু'জনেরই দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই তাকে আমরা দাদা বলেই সম্মান ও মর্যাদা দিতাম। এছাড়াও আমি মনে করি, সমাজে একতা, মিলন ও সামাজিক-ধর্মীয় ঐতিহ্য বজায় রাখতে গ্রামের মাতব্বর ও মুরুব্বীদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। আমাদের পরিবার, সমাজের ইতিহাস তথা শিকড়তো প্রবীণেরাই আমাদের উপহার দিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও মণ্ডলীর বিভিন্ন কাজে, পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রবীণদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। মণ্ডলী সর্বদাই প্রবীণদেরকে সম্মান করে ও মর্যাদা দেয়। আগে সমাজেও একইধারা ছিল। তবে বর্তমানে প্রবীণদের অভিজ্ঞতা এবং জীবনটাকে একটু কম মূল্যায়ন করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

***সমাজ পরিবর্তনে মতামত:*** সমাজ পরিবর্তনশীল। সমাজের পরিবর্তন হওয়াটা দরকার। তবে তা হতে হবে উন্নতির দিকে ও ইতিবাচকভাবে। আমাদের সমাজে শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা ও পারস্পরিক যোগাযোগের অনেক উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে অনেক মানুষ দেশ-বিদেশে কাজ করে পরিবারকে উন্নত করার চেষ্টা করছে। আমি মান্দি সমাজে দেখেছি তারা খুব সহজ-সরল, অনুগত এবং একতাবদ্ধ। দরিদ্রতা থাকলেও তাদের আন্তরিকতা এবং একতায় কোনো দূরত্ব নেই। অন্যদিকে ঐতিহ্যগত খ্রিস্টানগণ বিভিন্ন সংঘ-সমিতি, নেতৃত্বদান, পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজ করেন। সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে হবে তবে মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে নয়।

***প্রবীণদের অবস্থানকে ব্যক্তি ও পরিবার কিভাবে গ্রহণ করে:*** একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই এক্ষেত্রে। বেশিরভাগ পরিবারেই প্রবীণদেরকে বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে দেখা হয়, তাদের পরামর্শ ও আশীর্বাদ নেওয়া হয় এবং সামর্থ অনুযায়ী তাদের যত্ন নেওয়া হয়। যাজকীয় এবং সংঘবদ্ধ জীবনেও অনেকটা একই মনোভাব দেখা যায়। তবে বর্তমানে, একটু বেশি বয়সের প্রবীণদের যেন কিছুটা বোঝাস্বরূপ মনে করা হয়। তারা যে একসময় এ সমাজ ও মণ্ডলীকে পরিচালনা করেছে তা অনেকেই ভুলে যায়।

***প্রবীণেরা পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীর কাছে কি প্রত্যাশা করে:*** প্রবীণ দিবসটি শুধু একদিনে নয় বরং সব সময়ই যেন বয়স্ক ও প্রবীণদের মর্যাদা দানে পালিত হয়। আর বিভিন্ন সভা-সেমিনার করে পরিবারে শ্বশুড়-শাশুড়ী ও বৌদের সুসম্পর্কের সাক্ষ্য অন্যদের কাছে তুলে ধরতে হবে। বয়সের কারণে প্রবীণেরা হয়তো অনেক শারীরিক কাজ করতে পারবেন না কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতাকে যেন কাজে লাগানো হয় এবং তাদের ইচ্ছাকে যেন শ্রদ্ধা করা হয়। উদাসীনতা প্রদর্শন না করে সকল প্রবীণদের প্রতি যেন শ্রদ্ধাশীল আচরণ করা হয়।

***সুন্দর জীবন গঠনে প্রবীণদের ব্যক্তিগত পরামর্শ:*** বর্তমান সময়কে যথার্থ ব্যবহার করো। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ রেখে নিজের কাজের প্রতি মনোযোগী ও পরিশ্রমী হও। পরিবারকে সময় দাও এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে উন্মুক্ত হৃদয়ে সহভাগিতা করো।

বিশ্ব দাদা-দাদী ও প্রবীণ দিবসটি আমাদের দেশসহ গোটা বিশ্বে পালন করা হচ্ছে। এই দিবসে স্মরণ করা হয় পরিবারে প্রবীণেরা কেমন আছেন। অনেক পরিবারেই যথেষ্ট সম্মান-শ্রদ্ধা, মর্যাদা, ভালোবাসা ও সেবা যত্নে আছেন প্রবীণেরা। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও প্রবীণদের জীবন অভিজ্ঞতা, তাদের জ্ঞান প্রজ্ঞা সবকিছু ধর্মিষ্ঠ জীবনযাপনের ফসল। তাই ছোটরা অর্থাৎ নাতী-নাতনীরা, দাদা-দাদী ও প্রবীণদের কাছ থেকে ধর্মিষ্ঠ জীবনযাপনের সুন্দর শিক্ষা ও আদর্শ গ্রহণ করে এবং তা পালন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। বছরের প্রতিদিনই যেন আমরা সকলে দাদা-দাদী ও প্রবীণদের প্রতি আরো বেশি শ্রদ্ধাশীল, মনোযোগী ও দরদী হতে পারি। প্রবীণদের যেন কোনমতেই বোঝা নয় বরং ঈশ্বরের উপহার ও আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করি।

(২৩ সংখ্যার পরবর্তী অংশ)

# পৃথিবীর আর্তনাদ ও পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বান: পরিবেশ নীতি, নৈতিকতা ও পদ্ধতিগত চিন্তা-ভাবনা

ড. ফাদার তপন ডি' রোজারিও

**১২। বাংলাদেশ প্রাসঙ্গিকতা: লাউদাতো সি-র বার্তা ও স্থানীয় প্রায়োগিক বাস্তবতা**

পোপ ফ্রান্সিসের 'Laudato Si' দলিলের বার্তাকে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার পাঠকদের জন্য অর্থবহ ও হৃদয়স্পর্শী করে তুলতে হলে তাঁর পরিবেশ-সংক্রান্ত বৈশ্বিক উদ্বেগকে আমাদের স্থানীয় পরিবেশগত সংকট ও সম্প্রদায়ভিত্তিক উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত করা জরুরি।

বাংলাদেশে পরিবেশগত অন্যতম বড় সমস্যা হলো নদী দূষণ, বিশেষ করে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ ও শীতলক্ষ্যা নদী। একসময় এই নদীগুলো জীবনধারার মূল উৎস ছিল, কিন্তু এখন তা শিল্পবর্জ্য, প্লাস্টিক ও নগরকেন্দ্রিক অবহেলার ফলে মারাত্মকভাবে দূষিত। একইভাবে, চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে, মধুপুর ও ভাওয়াল গড়ে বন উজাড় এবং সুন্দরবনের পরিবেশগত ঝুঁকিও দেশের জীববৈচিত্রে ও জলবায়ু স্থিতিশীলতার জন্য বড় হুমকি। এই চ্যালেঞ্জগুলো 'Laudato Si'-তে পোপ ফ্রান্সিসের "সাধারণ ঘরের" প্রতি উদ্বেগের সঙ্গে মিল খুঁজে পায়।

এই সংকটের মধ্যেও আমরা আশাব্যঞ্জক ধর্মভিত্তিক পরিবেশ উদ্যোগ দেখতে পাই। বিশেষ করে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস বাংলাদেশের সহায়তায় বাংলাদেশের কাথলিক চার্চ দেশজুড়ে ছয় লাখের বেশি গাছ রোপণ করে, যাতে প্রায় প্রতিটি খ্রিস্টান নাগরিক অন্তত একটি করে গাছ লাগায়। এটি ছিল এক অনন্য পরিবেশ প্রেমের প্রকাশ, যা 'Laudato Si'-র আহ্বানকে বাস্তবে রূপ দেয়। এ ছাড়া, প্রতি বছর বিভিন্ন চার্চ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে, যা খ্রিস্টানদের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে পরিবেশসচেতনতা গড়ে তোলে।

তদুপরি, ঢাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে আন্তঃধর্মীয় যুব সংগঠনগুলো প্লাস্টিকবিরোধী প্রচারণা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও সচেতনতামূলক সভা আয়োজন করছে। মসজিদ, মন্দির ও বিহারের ধর্মীয় নেতারাও ক্রমেই "সবুজ বিশ্বাস" কর্মসূচিতে জনগণকে সম্পৃক্ত করছেন, পরিবেশরক্ষা করাকে ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে তুলে ধরছেন।

এই স্থানীয় উদ্যোগগুলো দেখায় যে, পোপ ফ্রান্সিসের সমন্বিত পরিবেশচিন্তা ও পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি দক্ষিণ এশীয় বাস্তবতায় কতটা প্রাসঙ্গিক। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, পরিবেশগত রূপান্তর কেবল একটি বৈশ্বিক আহ্বান নয়- এটি একটি সমষ্টিগত আধ্যাত্মিক যাত্রা, যা বিশ্বাস ও সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা দিয়ে শুরু হয়।

**১৩। পোপ ফ্রান্সিসের "হোক তব জয়গান-এর সারীয় অবদান**

***১৩.১ ঐতিহাসিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট:*** ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে 'Laudato Si' প্রকাশিত হয়, যখন বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র ধ্বংস ও সামাজিক অসমতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ চলছিল। এটি ছিল কাথলিক চার্চের ইতিহাসে প্রথম পরিবেশকেন্দ্রিক পোপীয় দলিল, যা একে যুগান্তকারী করে তোলে। এই দলিলটি প্যারিস জলবায়ু চুক্তির আগে প্রকাশিত হয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও নাগরিকদের নৈতিক সচেতনতা জাগাতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

***১৩:২ ধর্মতাত্ত্বিক নতুনত্ব:*** তিনি পরিবেশ চিন্তার জন্য "সমন্বিত পরিবেশনীতি" (Integral Ecology) ধারণা তুলে ধরেন- যেখানে প্রকৃতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও আত্মিকতা একে অপরের সঙ্গে জড়িত। তিনি সৃষ্টির প্রতি যত্নকে একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করেন- এটি শুধু বিজ্ঞান বা রাজনীতির ব্যাপার নয়। Laudato Si-তে বাইবেল, ধর্মতত্ত্ব ও সেন্ট ফ্রান্সিসের আদর্শের উপর ভিত্তি করে আধ্যাত্মিক পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

***১৩.৩ নৈতিক ও মানবিক নেতৃত্ব:*** তিনি জোর দেন যে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পরিবেশ ধ্বংসের প্রধান ভুক্তভোগী।

তিনি ভোগবাদ, প্রযুক্তিকেন্দ্রিকতা ও মুনাফাভিত্তিক উন্নয়নকে পরিবেশ সংকটের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

Laudato Si-তে সমবেদনা, ন্যায়বিচার ও প্রজন্মগত দায়িত্ববোধকে পরিবেশ রক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দেখানো হয়েছে।

***১৩.৪ আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি:*** তিনি খ্রিস্টান, ইহুদী, মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও আদিবাসী ঐতিহ্যের সঙ্গে সংলাপ ও সহযোগিতা আহ্বান করেন। এটি Laudato Si-কে একটি বিশ্বজনীন নৈতিক দলিল হিসেবে তুলে ধরেছেন- তাই এটি শুধু খ্রিস্টানদের জন্য নয়, বরং সকল মানুষের জন্য অর্থাৎ সর্বজনীন।

***১৩.৫ পদ্ধতিগত চিন্তাভাবনা ও বৈশ্বিক পরিবর্তন:*** পোপ ফ্রান্সিস বলেন, পরিবেশ সংকট বিচ্ছিন্ন কোনো সমস্যা নয়-এটি জীবনযাপন, শিক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনীতির সাথে যুক্ত। তিনি স্বল্পমেয়াদি লাভ ও রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করে, দীর্ঘমেয়াদি নৈতিক পরিবর্তনের আহ্বান জানান। এই দলিলে একটি সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে- যেখানে সৃষ্টির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক পুনর্নির্মাণ জরুরি।

***১৩.৬ বাস্তব ও চার্চীয় প্রভাব:*** Laudato Si-এর প্রভাবস্বরূপ বিশ্বজুড়ে শুরু হয়: গাছ রোপণ অভিযান, পরিবেশ সচেতন প্যারিশ ও যুব আন্দোলন, Laudato Si Action Platform, যা পরিবার ও প্রতিষ্ঠানকে টেকসইভাবে জীবন যাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে। বাংলাদেশের মতো দেশেও চার্চ ও কারিতাসের নেতৃত্বে ছয় লক্ষ গাছ রোপণসহ পরিবেশমুখী কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

***১৩.৭ সেবা-যত্নের স্থায়ী উত্তরাধিকার:*** Laudato Si- এর মাধ্যমে পোপ ফ্রান্সিস পরিবেশবাদকে কাথলিক সামাজিক শিক্ষার মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। খ্রিস্টীয় জীবনের মধ্যে পরিবেশগত দায়িত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে সেবা-দায়িত্ব তথা শিষ্যত্বের একটি নতুন রূপ তৈরি করেছেন। এই দলিলটি এখনো ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি, শিক্ষা ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে প্রভাবিত করে যাচ্ছে।

**১৪। "পরিবেশ, প্রতিবেশ, ধর্ম ও বিজ্ঞান" পাঠদানের এক দশক: আমার অভিজ্ঞতা ও আবেদন**

২০১৫ থেকে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগে "পরিবেশ, প্রতিবেশ, ধর্ম ও বিজ্ঞান" কোর্সটি পড়ানোর সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এই কোর্সটি বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার সংযোগস্থলে অবস্থিত, যা আমাকে এমন এক প্রজন্মের অর্থাৎ জেন-জেড শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে, যারা বৈশ্বিক পরিবেশ সংকট সম্পর্কে ক্রমাগত সচেতন

হচ্ছে, তবে অনেকেই এই সংকটে নিজেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্ব সম্পর্কে অনিশ্চিত। এ কোর্সে "লাউদাতো সি" একটি অনন্য রেফারেন্স। বিভিন্ন প্রেক্ষিতে পুস্তিকাটি বহুল পঠিত ও আলোচিত।

এই দীর্ঘ সময়ে আমি লক্ষ্য করেছি, শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রতিবেশগত অবিচারের প্রতি একটি স্পষ্ট সংবেদনশীলতা তৈরি হয়েছে। যা আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে তা হলো, তারা কেবল বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ ছিল না-তারা ধর্মীয় ঐতিহ্যের গভীর শিক্ষা 'পরিবেশ প্রতিবেশ নীতি ও নৈতিকতা'-ও অন্বেষণ করেছে। হিন্দু ধর্মে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, বৌদ্ধ ধর্মে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, ইসলামে খিলাফত তথা দায়িত্বশীলতা, এবং খ্রিস্টধর্মে সৃষ্টির প্রতি যত্ন বা মমত্ববোধ- এসবই আমাদের শ্রেণিকক্ষে প্রাসঙ্গিক আলোচনার অবকাশ সৃষ্টি করেছে। এই শ্রেণিকক্ষটি প্রায়শই এক সংলাপময় পরিসরে পরিণত হয়েছে, যেখানে বিশ্বাস ও যুক্তি একে অপরকে পরিপূরক করেছে, এবং নৈতিক চিন্তাভাবনা কার্যকর কর্মের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। এদের নিয়েই আজ "পরিবেশ-প্রতিবেশ সংগঠন" (Envio-Eco Club) নামে একটি ক্লাব আত্মপ্রকাশ করেছে।

এই দশকব্যাপী পথচলায় আমি উপলব্ধি করেছি যে, পরিবেশ সংকট শুধু বৈজ্ঞানিক বা অর্থনৈতিক নয়-এটি এক গভীর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংকট। আমাদের প্রয়োজন এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি-যা হবে বিনয়, পারস্পরিক নির্ভরতা ও দায়িত্ববোধের উপর ভিত্তি করে গঠিত। কেবল এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই আমরা পৃথিবী ও একে অপরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে সুস্থ করে তুলতে পারি। ধর্মসমূহ, যদি সেগুলিকে তাদের গভীরতা ও বৈচিত্রের মধ্যে বুঝে নেয়া যায়, পরিবেশ সচেতনতা জাগাতে ও সামষ্টিক কল্যাণের লক্ষ্যে মানুষকে উৎসাহিত করাও সহজতর হয়ে যায়।

এইজন্য আমি আন্তরিকভাবে আবেদন জানাই-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, নীতিনির্ধারক ও বিশেষ করে যুবসমাজের প্রতি-পরিবেশগত শিক্ষা, চিন্তা-ভাবনা, নীতি ও নৈতিকতা যেন আমাদের শিক্ষা ও সামাজিক কথোপকথনের প্রতিটি স্তরে সংযোজিত হয়। আসুন, আমরা বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সংলাপকে উৎসাহিত করি, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলি, এবং আমাদের যৌথ বসবাসের মায়াভরা পৃথিবীর জন্য সম্মিলিত দায়িত্ব গ্রহণ করি। আমাদের গ্রহের ভবিষ্যৎ এর চেয়ে কম কিছু দাবি করে না।

**উপসংহার**

এই বছর প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসকে স্মরণ করতে হলে, পরিবেশগত ন্যায়ের প্রতি তাঁর প্রভাবশালী কণ্ঠের উত্তরাধিকারকে জীবন্ত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ঐতিহাসিক বিশ্বপত্র লাউদাতো সি': অন কেয়ার ফর আওয়ার কমন হোম (২০১৫) আজও বিশ্ববাসীর জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিশারি হিসেবে বিবেচিত। এতে তিনি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, মানুষ, প্রকৃতি ও দরিদ্রদের মাঝে গভীর আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। লাউদাতো সি' এর মাধ্যমে পোপ ফ্রান্সিস একটি "পরিবেশগত পরিবর্তনের" আহ্বান জানান - যা হৃদয়, জীবনযাপন ও ব্যবস্থাপনায় এক আন্তরিক রূপান্তর, যা সহানুভূতি, স্থিতিশীলতা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি সংহতিতে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ অবদান ইতিহাসে জীবিত রাখতে হলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং তৃণমূল আন্দোলনের মাধ্যমে এই বার্তাকে অব্যাহতভাবে চর্চা ও কার্যকর করতে হবে - যাতে করে তাঁর সমন্বিত পরিবেশ ভাবনা, বৈশ্বিক নীতি ও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত হয়।

শেষকথা হিসেবে বলা যায়, লাউদাতো সি' কেবল একটি পোপীয় দলিল বা সর্বজনীন পত্র নয়- এটি জগতের জীবন জালের মধ্যে আমাদের অবস্থানকে নতুন করে কল্পনা করার এক প্রাযুক্তিক আহ্বান। পোপ ফ্রান্সিস পরিবেশগত নৈতিকতা ও পদ্ধতিগত চিন্তাধারাকে একত্রিত করে পরিবেশ, প্রতিবেশ, সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও আধ্যাত্মিক বাস্তবতার আন্তঃসংযুক্ততা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি যে "অবিচ্ছেদ্য পরিবেশনীতি"র কথা বলেন, তা আমাদের খণ্ডিত সমাধানের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে ন্যায়, সহানুভূতি ও আমাদের যৌথ বাসস্থান রক্ষার এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহ্বান জানায়। যখন আমাদের পৃথিবী এক নজিরবিহীন সংকটের মুখোমুখি, তখন লাউদাতো সি' আমাদের জন্য এক নৈতিক দিকনির্দেশনা বা কম্পাস- যা ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিসমূদয়কে দায়িত্বশীল পরিচালনা, পরিবেশ-প্রতিবেশগত পরিবর্তন ও বৈশ্বিক সংহতির পথে চালিত করে। আমরা 'লাউদাতো সি'-এর প্রজ্ঞা গ্রহণ করি এবং দৃঢ় আশাবাদ ও তাৎক্ষণিক তৎপরতার সঙ্গে সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করি।

**References**


Capra, F. (1996). *The web of life: A new scientific understanding of living systems.* Anchor Books.

Francis. (2015). *Laudato Si': On care for our common home* [Encyclical]. Vatican Publishing House.

Sachs, J. D. (2015). Climate change and intergenerational well-being. In Pontifical Academy of Sciences (Ed.), *Laudato Si' and the path to COP21* (pp. 11–16). Vatican City.

Schellnhuber, H. J. (2015). Climate change as a challenge for civilization: Keynote address at the presentation of Laudato Si'. *Vatican Press Office.* https://www.vatican.va

White, L. (1967). The historical roots of our ecologic crisis. Science, 155(3767), 1203–1207. https://doi.org/10.1126/science.155.3767.1203


## আমিও

**মিল্টন রোজারিও**

আমি তাকে আগে কখনও দেখিনি
দেখেছি ইছামতি নদীকে,
অথচ সে নাকি আমাকে দেখেছে
কখনও সামনের সবুজ মাঠের বাঁকে।

ভয়ঙ্কর নয় ইছামতি শান্ত তার অপূর্বতা
কাঁশবন পাড় দিয়ে পায়ে চলার পথ,
জেলে মাছ মাছরাঙ্গা গাংচিল নৌকা
সেই পথে মানুষের ছিল পারাপারের রথ।

সদা ব্যস্ত ছিল গুদারার পাটনি জৈটা
পার হয়েছি আমি তুমি আমরা সবাই,
অথচ কত অজানা আমাদের মাঝে
আজকে যেন মনে পরে সর্বদাই।

কে কোথায় আজ কত অজানায়
নিজেরা নিয়েছি গড়ে নিজ ভুবন,
ইছামতি তেমনি আছে শুধু নামে
নেই জেলে মাছ মাছরাঙ্গা সেই মন।

বদলে গেছে পথ আজ পিচ্ ঢালা
নদীর কূল ভেঙে হয়েছে দিশেহারা,
এতদিন পরে দেখা হলেও নদীর
সব শেষ হয়নি মন তাই পাগলপাড়া।

নদীর সাথে দেখা হয় না কেমন জল
জানিনা বুঝিনা সহজে তোমার মন,
তবে ইছামতির একটা ইতিহাস আছে
ইতিহাস আছে তোমার আমার যেমন।

কেউ যদি কোন দিন ইছামতিকে
বাঁচাতে এগিয়ে আসে কখনও,
তবে সবাই জানবে এখানে ছিল
নৌকা জল মাছ মাছরাঙ্গা আমিও।

গল্প

# কষ্ট

## খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

সকালে রুবি এসে দু'বার ডেকে গেল। বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। ক'দিন ধরে শরীর মন দু'টোই কেমন বিগড়ে রয়েছে। কিছুই ভাল লাগে না। গত রাতে ভাত খাবার সময় রুবি জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে তোমার?'

-শরীরটা ভাল যাচ্ছে না! মুখটা তেতো হয়ে আছে।

-জ্বর-টর হয়নি তো ?

ডানির কপালে হাত বুলায় রুবি।

-না তা তো না।

-তবে কী?

-বুঝি না।

-খাবারের পর একটা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়। আচ্ছা বলতো, তুমি এত কী ভাবো?

-ভাবনার কি আর শেষ আছে রুবি।

-এত ভাবনা কেন ?

-বাপ-দাদার এই সমৃদ্ধ ভিটা, জমি-জিরাত সবই তো দেখছো হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে!

-হ্যাঁ। আমরা এই বাস্তুভিটা ছেড়ে কোথায় যাবো বল? আমাদের তো আর কোথাও কিছু নেই!

বুক খালি করে লম্বা এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে ডানির।

রাতে ভাল ঘুমও হয়নি। কী যেন উলট পালট স্বপ্ন দেখেছে। ডান পায়ের হাঁটুর কাটা অংশের উপর চিন চিনে ব্যথাটা আবার যন্ত্রণা দিচ্ছে। সে হাত বুলায় সেখানে।

-হায়রে ডানিয়েল কস্তা। কী পেলে তুমি তোমার এ জীবনে?

সকালে দরজা খোলার শব্দ হল। রুবি ঢোকে ভিতরে।

-কই আর কত শুয়ে থাকবা। ওঠো, চা হয়ে গেছে।

রুবি এগিয়ে এসে ডানির কপালে হাত রাখে।

-না জ্বর নেই তো। এই শুনেছো। গত রাতে ফেলু মামার বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে।

-আজ যেন কী বার?

-শুক্রবার!

-ও বিজয় তো বাড়ি আসবে।

-হ্যাঁ তার তো আসতেই হবে। কাল ফোনে বলেছে, সরাসরি মিশনে চলে যাবে। সমিতির কাজ সেরে, রাতে বাড়ি আসবে।

-ও। তো বউ বাচ্চা নিয়ে আসবে না। নাতির ঠান্ডা-জ্বর কি কমেছে?

-না। শিউলি, দাদুভাই আসবে না। শুভ দাদুর ঠাণ্ডা-জ্বর একটু নাকি কমেছে।

- নাতিটা এ সপ্তায়ও আসবে না! ওকে না দেখলে যে আমি আরও অসুস্থ হয়ে পড়ি!

-তোমার মত তো আমিও। এই তো আমাদের ভাগ্য! হাঁ, ঈশ্বর ভরসা! এই শুনেছ?

-কী ?

-গত রাতে ফেলু মামার বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে!

-কী! ডাকাতি? ফেলু মামার বাড়িতে?

ব্যস্ত হয়ে উঠে বসে ডানি। চোখেমুখে বিস্ময় আর ক্ষোভ ফুটে ওঠে তার।

-হ্যাঁ দীপু ভাই বলল।

-কাল তো তারা জমি বিক্রির টাকা পেয়েছে।

-আর এ জন্যই ডাকাতি! সব টাকা পয়সা তো নিয়েছেই। অনেক মারধরও করেছে। ফেলু মামা তো হাসপাতালে ভর্তি।

-কী অবস্থা দেখলে রুবি! গত সপ্তায় শশী কাকাদের গোয়াল থেকে নিয়ে গেছে চারটা গরু। এর আগে মিশনের সিস্টারদের কনভেন্ট থেকেও নিয়ে গেছে দু'টা গরু। এ সবের কি কোন বিচার হয়েছে?

-এই দেশটা আর কোনোদিন ঠিক হবে না! হ্যাঁ!

- দেশ না রুবি। দেশ আছে দেশের মতোই। বল, আমাদের কথা। এই আমরা আর কখনও ঠিক হবো না। কই, আমার ক্র্যাচ দু'টা দাও তো।

-ওইতো। তোমার হাতের কাছেই।

-দেখলে রুবি। চোখের কাছের জিনিসও, ঠিক মতো ঠাওর করতে পারি না! আমার চোখের জ্যোতিও গেছে!

-হ্যাঁ যাবেই তো। আর কত কষ্ট সইবে? বুকে অনেক স্বপ্ন নিয়ে, যুদ্ধ করে দেশটাকে তো স্বাধীন করেছিলে।

- কথায় কথায় খালি দেশ আর দেশ! তোমারও মাথাটা গেছে!

দু'ক্রাচের উপর ভর করে, বাইরে বারান্দার দিকে পা বাড়ায় ডানি। রুবি তাকে ধরে চেয়ারে বসতে সাহায্য করে।

-ও ডানিদা ফেলু মামার খবর শুনেছো?

ব্যস্ত হয়ে দীপু প্রলম্বিত হেমন্তের সোনালি রোদ ভেঙ্গে উঠানে এসে দাঁড়ায়।

-শুনেছি। তো ফেলু মামা কোন হাসপাতালে?

-কালীগঞ্জ। ডাকাইতরা ফেলু মামারে অনেক মাইর দিয়েছে গো ডানিদা!

-তুমি থাক ডানিদা। চা-নাস্তা কর। এই আমি যাচ্ছি হাসপাতালে।

-শোন্ দীপু। কী হবে আর হাসপাতালে যেয়ে। আজ ফেলু মামা, কাল আমি। এবার যে আমাদের একে একে শেষ হয়ে যাবার পালা! হা! হা! হা! সত্যি আমার খুব হাসি পাচ্ছে। পরাণ ভরে হাসতে ইচ্ছে করছে খুব। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে আমার একটি পা হারিয়েছি! তিরিশ লাখ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে পেয়েছি একটি দেশ। কোটি কোটি মানুষের; স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ! আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ! হা! হা! হা!

- এই তুমি শান্ত হও তো! তোমার এ কষ্ট, আমার আর সহ্য হয় না!

রুবির দু'গাল বেয়ে কান্নার ধারা নামে।

-তুই যা দীপু। আজ ফেলু মামাকে দেখতে যা। কাল যাবি আমাকে দেখতে। ধর্মান্ধ ওই পাকিস্তানী প্রেতাত্মারা আমাদের সাধের দেশটার বুকে জেঁকে বসেছে! হ্যাঁ! হ্যাঁ! ওরা পাকিস্তানী প্রেতাত্মা! এরা সহজে ছাড়বে মনে করেছ?

-তুমি থামো প্লীজ। মুখ ধুয়ে কিছু খাও। ঔষধ খাবার সময় হয়ে গেছে। ডায়াবেটিস আর হাই প্রেসারে তো তোমার শরীরটাতে জেঁকে বসেছে। একেবারেই অর্ধেক হয়ে গিয়েছ তুমি! আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখেছ?

-রাখ তোমার ঔষধ! রাখ চেহারা! আমার কিছুই ভাল লাগে না আর! দেখ, আমাদের সবুজ শ্যামল গ্রামের বুক চিরে কিসের নাকি বিশ্বরোড না বাইপাস গেছে। এখান দিয়ে এখন বাস, ট্রাক, লরি দৈত্য দানবের মত সবকিছু দুমড়ে মুচড়ে যায়! আমাদের গ্রাম, আমাদের এলাকা আগের সেই সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে! এই রাক্ষুসে শহুরে চিত্র আমাদের সুখ, মনের শান্তি কেড়ে নিয়েছে! উন্নয়নের নামে চলছে জোর-জবরদস্তি করে বাস্তু-ভিটা, ফসলী জমি অধিগ্রহণের মহাযজ্ঞ! গ্রামের মানুষ আমরা বাড়িঘর, জমি-জিরাত সব বেঁচে কোথায় চ'লে যাচ্ছি! দেখ, বাপ-দাদার বাস্তু হারিয়ে আমরা হন্যে হয়ে ঘুরছি! এক টুকরো জমি খুঁজে মরছি মাথা গোঁজার জন্য! অর্থলিপ্সু জমির দালালরা শুধু এই আমাদের চারপাশে ঘুরঘুর করছে। তাদের উৎপাতে এখন আমরা দিশাহারা! একরকম বাধ্য হয়েই আমরা, আমাদের বাপ-দাদার ঠিকানা পানির দামে ভূমিদস্যুদের হাতে তুলে দিচ্ছি। এই সুযোগে, এখন আবার ডাকাতেরা বাড়িতে

বাড়িতে চড়াও হচ্ছে। শান্তিতে ঘুমাতেও পারছি না আমরা। রাত জেগে গ্রাম পাহাড়া দিতে হয়। এই কি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ফল? এই কি আমাদের স্বাধীনতা? এই কি আমাদের স্বাধীন দেশের নমুনা?

হা হা হা শব্দে, উঁচু গলায় কেঁদে ওঠে ডানিয়েল কস্তা। তার হাহাকারের শব্দ, হেমন্তের বাতাসকে ভারী করে তোলে। এলাকায় সকলের প্রিয় মুখ ডানি। একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা, ক্রাচের উপর তার শরীরের সমস্ত ভর ছেড়ে দিয়ে ন্যুব্জ হয়ে দাঁড়ায়। নিজেকে চিনতে, বড়ই কষ্ট হয় তার। বুক ভ'রে শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। সমস্ত অস্তিত্বে তার জমাট বাঁধা পাহাড় সমান কষ্ট দিন দিন কেবল চেপেই বসছে!

দখিনের বিলে এই হেমন্তে পানি থাকার কথা ছিল। সেখানে পানকৌড়ি, মাছরাঙা, ডাহুক, সাদা বক পাখির অবাধ বিচরণের কথা ছিল। আরও কথা ছিল বিলের বুক জুড়ে সাদা, লাল শাপলা আর অদ্ভুত বেগুনি কচুরি ফুল হাসবে। গাঁয়ের কিশোর কিশোরীরা হইচই করে ডিঙ্গি নৌকা ভ'রে শাপলা তুলবে। গাঁয়ের সাধন, আগস্টিন, হেকমত, রহমত, হরিদাস, ক্ষীরোদ বিলের পাড়ে ডেরা-ঘর ক'রে, দিন রাত মাছ ধরা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।

এখন সেখানে কিছুই নেই! আছে শুধু বালি আর বালি! পূর্বাচল উপশহর ধেয়ে আসছে, তার তথাকথিত 'উন্নয়নের' খড়্গ উঁচিয়ে! এখন বাতাসে উড়ে শুধু বালি। সেই আগের সবুজ শ্যামলিমা বলতে যা আছে, ক্রমেই লোপাট হয়ে যাচ্ছে! কোথায় এখন, আগের সেই চির-চেনা গ্রামের নান্দনিক চিত্র?

ইতোমধ্যে ভোরের সোনালি আভায়, পরিস্নাত জনপদ জেগে ওঠে। কাছেই সটান পড়ে আছে, আজরাইল-চেহারার 'বাইপাস' নামক অজগরটা। সারা রাত তার বুক কাঁপিয়ে সশব্দে দাপাদাপি করছে, যত মাল বোঝাই ট্রাক-লরি। ঘুমের ঘোরে গ্রামের অনেকেই দুঃস্বপ্নের বীভৎসতা বুকে চেপে, আচমকা জেগে ওঠে! আর, সেই দুঃস্বপ্নের ঘোর না কাটতেই দিনের উদ্বোধনীতেই আবার শুরু হয়ে যায় অভুক্ত অজগরের উচ্চ মাত্রার ফোঁস-ফোঁসানি! এটি এখন এখানকার নিত্য দিনের, এলাকার সকলের কাছে জ্বালাময়ী চিত্র! কখন আবার কোন সমীর রোজারিও, বেপরোয়া লরির নিচে বেঘোরে চাপা পড়ে! ট্রাকের ধাক্কায় ইজিবাইকের আরোহী রবি ক্রুজের বউ ছিটকে পড়ে কাঁটাময় ঝোপে! কার মুরগী, গরু, ছাগল যন্ত্রদানবের চাকায় পিষ্ট হয়ে পড়ে থাকে কালো পীচের উপর! কুড়ানির পেট্রোল-পাম্পের কাছে, প'ড়ে থাকে অজ্ঞাতনামা নারীর বস্তাবন্দী লাশ!

ডানিয়েল কস্তা চিৎকার করে বলতে চায়, 'এত সমস্ত কিছু; কিসের আলামত? আমরা কোথায় যাচ্ছি? হায় ঈশ্বর! আমাদের শেষ গন্তব্য কোথায়?' কী এক শোকের মাতম বুকে চেপে তার বাড়ির উঠান বিমূর্ত হয়ে আছে! খোলা জানালার পরিসরে দৃষ্টি রেখে, এক বুক নিঃশ্বাস ছাড়ে ডানিয়েল। তার দু'চোখ কষ্টের প্রবল ধারায় সিক্ত হয়। সেই অবাধ ধারা দু' গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। রুবিও নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না। স্বামীর বেহাল-করুণ চিত্র দেখে সে আঁচলে নিজের চোখ মুখ ঢাকে! তার বুকের চাপা কান্না, সশব্দে মূর্ত হয়ে ওঠে।

দেখতে দেখতে ডানিয়েল কস্তার বাড়ির স্থবির উঠান, উৎকণ্ঠিত মানুষের পদচারণায় জেগে ওঠে। শেষ হেমন্তের শীতল বাতাস, পাথরসম ভারী হয়ে ওঠে এখানে! কী এক দুঃসহ শোক, সবাইকে সন্তপ্ত করে রেখেছে! অন্যদের সাথে ডানিয়েল ও রুবির পাশে এসে দাঁড়ায় বিনয়, সুনীল, সুবাস, সুশান্ত, নিকু, সন্তোষ, কিরণ, বকুল, মানিক ওরা। তাদের কারও মুখে ভাষা নেই। সান্ত্বনা দেবার কোন উপায়ও জানা নেই তাদের। এ সময় তারাও সকলে ভাবছে দেশের গৌরব, সমাজের গৌরব মুক্তিযোদ্ধা ডানিদার মত, তারাও সবাই ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চাইছে। এই ডানিদার মত তাদেরও সকলের, বুক ভরা শুধু কষ্ট আর কষ্ট! এ কষ্টের শেষ কখন? কোথায়?


"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

**নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ**

NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 16/24)

সূত্র: এনসিসিসিইউএল ২০২৫/০৭/২১০৫ তারিখ: ১৩/০৭/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

**জমি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে নিম্ন তফসিল বর্ণিত জমি বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী প্রকৃত ক্রেতাদের অতি সত্বর নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বি:দ্র: জমি ক্রয় এর ক্ষেত্রে অত্র সমিতির সদস্য/সদস্যাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

**জমির তফসিল: মৌজাঃ গাড়ারিয়া**

জেলা ঃ গাজীপুর, থানাঃ কালীগঞ্জ

খতিয়ান নং ঃ আর.এস-১২২, দাগ নং-ঃ এস.এ- আর.এস-২২০

জমির পরিমাণ ঃ ২৩ শতাংশ

**যোগাযোগের ঠিকানাঃ**

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা / এসিস্ট্যান্ট অফিসার-ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ফোন: ০১৭১৬৮৯৮৯২৯ / ০১৮৭১২২৮৮৫৬, Email: nagari¬_cccu@yahoo.com

**সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,**

ফিলিপ গমেজ
চেয়ারম্যান-ব্যবস্থাপনা পরিষদ

বিদ্যুৎ ভিক্টর এসেনসন
সেক্রেটারী-ব্যবস্থাপনা পরিষদ

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

অনুলিপি: ১. চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান/সেক্রেটারী/ট্রেজারার/পরিচালকবৃন্দ, ২.ঋণদান কমিটি/অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কমিটি, ৩. সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, ৪. নোটিশ বোর্ড, ৫. নাগরী ধর্মপল্লীর গির্জা, ৬. অফিস কপি।

বিজ্ঞ/১৪৭/২৫

# আলোচিত সংবাদ

## নতুন বাংলাদেশ গড়তে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

জুলাই শহীদদের স্বপ্ন বৈষম্যহীন, দুর্নীতি ও স্বৈরাচারমুক্ত এক 'নতুন বাংলাদেশ' গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার (১৬ জুলাই) জুলাই শহীদ দিবস উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে তিনি এ আহ্বান জানান। জুলাই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'জুলাই শহীদরা স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি বৈষম্যহীন, দুর্নীতি ও স্বৈরাচারমুক্ত নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার। তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া এই সুযোগকে কাজে লাগাতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।' তিনি বলেন, 'জুলাইয়ের চেতনাকে ধারণ করে নতুন বাংলাদেশের পথে দৃপ্ত পদভারে একযোগে সবাই এগিয়ে যাবো–আজকের দিনে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

***তথ্যসূত্র:*** *https://rtvonline.com/national/333662*

## দেশের প্রথম জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন

দেশের প্রথম 'জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ' উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার (১৪ জুলাই) নারায়ণগঞ্জে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নে নির্মিত এই স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন করা হয়। দেশের প্রথম 'জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ' উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার (১৪ জুলাই) নারায়ণগঞ্জে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নে নির্মিত এই স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন করা হয়। এ সময় বক্তৃতায় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, 'জুলাই শহীদদের প্রকৃত সম্মান হবে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়া। ন্যায়বিচার, যথাযথ স্বীকৃতি ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই শহীদদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাতে হবে। তিনি বলেন, শহীদ পরিবারগুলোকে সম্মান জানানো, আহতদের তালিকা চূড়ান্ত করে ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা এবং রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হাতে নাগরিক হত্যার পুনরাবৃত্তি যেন আর না ঘটে-এই নিশ্চয়তা দিতে হবে। উদ্বোধনের সময়, উপদেষ্টারা স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খোঁজখবর নেন ও সহমর্মিতা প্রকাশ করেন। পরে উপদেষ্টারা শহীদদের স্মৃতিতে বৃক্ষরোপণ করেন।

***তথ্যসূত্র:*** *https://dailysangram.com/bangladesh/national/KmQMRfSGlb91/*

## উদ্বৃত্ত অর্থ ফেরত দেওয়ার ইতিহাস গড়লেন ধর্ম উপদেষ্টা

সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালন করা হাজিদের অব্যবহৃত সেবা বাবদ টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশংসার জোয়ারে ভাসছেন প্রধানমন্ত্রীর ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। এই সিদ্ধান্তকে অনেকে সরকারের দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা এবং ধর্মীয় সংবেদনশীলতার একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ হিসেবে দেখছেন। রোববার (১৩ জুলাই) সচিবালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ধর্ম উপদেষ্টা জানান, "আমরা এ বছর হজ প্যাকেজে বাড়িভাড়ার জন্য যে পরিমাণ টাকা নির্ধারণ করেছিলাম, বাস্তবে তা কিছুটা কম খরচ হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জও কমেছে। ফলে অব্যবহৃত অর্থ হাজিদের মাঝে বণ্টনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।" এই পদক্ষেপ ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এমনকি অনেকেই আশা করছেন, ভবিষ্যতেও অন্য সরকারি পরিষেবাতেও যদি উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে, সেটিও জনগণের মাঝে ফেরত দেওয়ার ধারা অনুসৃত হবে।

***তথ্যসূত্র:*** *https://www.dailyjanakantha.com/national/news/832912*

## ভুটানকে উড়িয়ে টানা তৃতীয় জয় বাংলাদেশের মেয়েদের

সাফ অনূর্ধ্ব-২০ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে শান্তি মার্ডির হ্যাটট্রিকে ভুটানকে ৪-১ গোলে হারিয়ে টানা তৃতীয় জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ। বৃষ্টির কারণে দু'দলের ম্যাচটি নিষ্পত্তি হতে সময় লাগলো সাড়ে চার ঘণ্টা! তুমুল বৃষ্টি আর মাঠের অনুপযোগী অবস্থার কারণে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যকার ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত দুটি ভিন্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক ম্যাচ এক ভেন্যুতে শুরু হয়ে আরেক ভেন্যুতে শেষ হওয়ার ঘটনা ফুটবল বিশ্বে ঘটেছে কি না কে জানে। তেমনই এক বিরল কীর্তির সাক্ষী হলো সাফ অনূর্ধ্ব-২০ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে। দুই ভেন্যুতে এক ম্যাচ নিষ্পত্তি হতে সময় লেগেছে চার ঘণ্টা।

এই জয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকে ডাবল লিগ পদ্ধতির প্রথম ধাপ শেষ করলো বাংলাদেশের মেয়েরা। সাফ অনূর্ধ্ব-২০ টুর্নামেন্টে চার দল একে অন্যের সঙ্গে দুই বার করে মুখোমুখি হবে। ৬ ম্যাচ শেষে টেবিলে শীর্ষ পয়েন্টধারী দল চ্যাম্পিয়ন হবে।

***তথ্যসূত্র:*** *https://www.atnnewstv.com/details/18516*

## 'আগামী ২৫ বছরে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম জনসংখ্যার দেশ হতে পারে ভারত'

গত এক দশকে বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩৪ কোটি ৭০ লাখ। যা অন্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় সর্বোচ্চ। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে যেখানে মুসলিমরা ছিল বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২৩.৯%, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫.৬%-এ। ২০১০ থেকে ২০২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিশ্বজুড়ে দ্রুত বেড়েছে মুসলিম জনসংখ্যা, যার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে আগামী ২৫ বছরের মধ্যে বিশ্বের সর্বাধিক মুসলিম জনসংখ্যার দেশ হতে চলেছে ভারত। এমনটাই উঠে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ সেন্টার-এর সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিশ্বের মোট মুসলিম জনসংখ্যা ২৮০ কোটিতে পৌঁছাবে। এই সময়ের মধ্যেই ইন্দোনেশিয়াকে পেছনে ফেলে ভারত হয়ে উঠবে বিশ্বের সর্বাধিক মুসলিম জনসংখ্যার দেশ।

***তথ্যসূত্র:*** *https://dailysangram.com/international/5RzFZdckwBIC/*

## ইতিহাস গড়ে প্রথমবার ক্রিকেট বিশ্বকাপে ইতালি

ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে যৌথভাবে ছেলেদের ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসর বসবে। আইসিসির মেগা টুর্নামেন্টটির ইতিহাসে প্রথমবার নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করেছে ইউরোপীয় দেশ ইতালি। যদিও লিগ পদ্ধতির বাছাইপর্বে গতকাল তারা নেদারল্যান্ডসের কাছে হেরেছে। তবে নেট রানরেটের হিসাবে পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয় স্থানে থেকেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট পেল ইতালি। অন্যদিকে, ডাচদের কাছে হারের পর ইতালির বিশ্বকাপে খেলার সমীকরণ মেলাতে তাকিয়ে থাকতে হয় জার্সি ও স্কটল্যান্ড ম্যাচের দিকে। জার্সির কাছে শেষ বলে হারের কারণে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গত চার আসরে খেলা স্কটিশদের বিদায় ও ইতালির জায়গা নিশ্চিত হয়ে যায়। সবমিলিয়ে এখন পর্যন্ত ১৫টি দল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করেছে। স্বাগতিক ভারত-শ্রীলঙ্কা বাদে বিশ্বকাপে ওঠা বাকি দলগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আফগানিস্তান, আয়ারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা।

***তথ্যসূত্র:*** *https://www.manobkantha.com.bd/news/sports/631704*

## বিশ্বে প্রথম ভোটে বিচারক নির্বাচিত করছে মেক্সিকো

বিশ্বের প্রথম ও এখন পর্যন্ত একমাত্র দেশ হিসেবে সরাসরি জনগণের ভোটে সব পর্যায়ের আদালতের বিচারক নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেক্সিকো। এই বিষয়ে একটি আইনও পাশ করেছে দেশটির পার্লামেন্ট। তবে অনেকেই এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন অনেকে। কেউ পক্ষে, আবার কেউবা বিপক্ষে। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। মেক্সিকো সরকার বলছে, সুপ্রিম কোর্টসহ দেশের সব স্তরের আদালতের বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাচনে সরাসরি ভোটগ্রহণ জরুরি। তাদের মতে, নজিরবিহীন ভোট দুর্নীতি ও দায়মুক্তির লাগাম টানতে এই ব্যবস্থা জরুরি। সমালোচকেরা অবশ্য বলছেন, এটি বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করবে। তাদের আশঙ্কা, বিতর্কিত প্রার্থীদের অংশগ্রহণ করতে পারেন। যেমন, কুখ্যাত মাদক সম্রাট হোয়াকিন 'এল চ্যাপো' গুজম্যানের সাবেক আইনজীবী যদি ভোটে অংশ নিয়ে নির্বাচিত হন তবে এর পরিণতি খারাপ হতে পারে।

***তথ্যসূত্র:*** *https://www.ajkerpatrika.com/international/latin-america/ajp9jfecgoguw*

## বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

**ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু**

# আশাই আমাদের অবিরাম আনন্দের উৎস - পোপ ১৪শ লিও

প্রতিবছর বিশ্ব দাদা-দাদী ও প্রবীণ দিবস পালিত হয় সাধু যোয়াকীম ও সাধ্বী আন্নার স্মরণ দিবসের নিকটবর্তী রবিবারে। এ বছর তা পালিত হবে ২৭ জুলাই। এ দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা চর্তুদশ লিও এক বার্তায় লিখেন, বয়স আমাদের যা-ই হোক না কেন, আশাই আমাদের অবিরাম আনন্দের উৎস। এই আশা যখন জীবনের দীর্ঘ চলার পথে বিভিন্ন সমস্যা-সংকটে পরীক্ষিত হয় তখন তা গভীর আনন্দের উৎস হয়ে ওঠে। পোপ মহোদয় তার বাণীতে আশা ও বার্ধক্য নিয়ে তাঁর চিন্তা ভাবনা তুলে ধরেন।

পবিত্র বাইবেলের ব্যক্তিত্ব আব্রাহাম-সারা, জাখারিয়া-এলিজাবেথ এবং মোশীর উদাহরণ তুলে ধরেন যারা বৃদ্ধ বয়সে ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনায় অংশ নিতে আহ্বান পেয়েছিলেন। আমরা যে জুবিলী বর্ষ এখন পালন করছি তা আমাদেরকে বুঝতে সহায়তা করে যে, আমাদের বয়স যা-ই হোক না কেন, আশা সবসময় আমাদের স্থায়ী আনন্দের উৎস। আশার উপর নির্ভর করেই মানব জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় এবং তা অতি সুখকর অনুভূতির সৃষ্টি করে।

***প্রবীণেরা আশার চিহ্ন:*** পবিত্র শাস্ত্রে বর্ণিত মুক্তির ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে 'বার্ধক্য আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের সময়, তাই প্রবীণেরা ... আশার প্রথম সাক্ষী।' পোপ মহোদয় বলেন, মণ্ডলী ও জগতের জীবনের ধারাকে প্রজন্মের পরম্পরা হিসেবে দেখলে দেখা যায়, প্রবীণদের যদিও তরুণদের সহায়তার প্রয়োজন হয়, তবুও তারা অনভিজ্ঞ তরুণদের সামনে সাক্ষী হয়ে 'প্রজ্ঞার সঙ্গে ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে' তরুণদেরকে সাহায্য করতে পারেন।

এই জুবিলী বর্ষ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমাদের সমাজে প্রবীণদের মনে তদ্রুপ আশা জাগিয়ে তুলতে হবে। তাদের মধ্যে যে একাকিত্বতা রয়েছে সেই বেড়াজাল থেকে তাদের মুক্ত করতে হবে। তাই ধর্মপল্লীর বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে তাদের অংশগ্রহণ আরো জোরালো করে তুলতে হবে। যেন তারা উপলব্ধি করতে পারে যে প্রবীণগণ সমাজের বোঝা নয় বরং প্রজ্ঞাবানের প্রতীক। প্রবীণেরা তাদের বিশ্বাস, ভক্তি, নাগরিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালন, সামাজিক অঙ্গীকার এবং আরো বিবিধ কর্ম সম্পাদন করার মধ্যদিয়ে যে মূল্যবান উত্তরাধিকার রেখে যাচ্ছেন তা সবসময় কৃতজ্ঞতা ও অধ্যবসায়ের উৎস হয়ে থাকবে বলে পুণ্যপিতা মনে করেন।

***প্রবীণদের জন্য আশা:*** পুণ্যপিতা পোপ ১৪শ লিও একথাও বলেন যে, প্রবীণদের জন্যও আশা দরকার। ঐতিহ্য অনুযায়ী স্মরণ করা হয় যে, জুবিলী হলো মুক্তির সময়। তাই সকলের প্রতি অনুরোধ রাখা হয় প্রবীণদের মুক্তি পেতে সহায়তা করতে; বিশেষভাবে একাকিত্ব ও পরিত্যাজ্য মনোভাব থেকে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রবীণেরা প্রায়শঃই প্রান্তিকজন ও ভুলে যাওয়া ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারেন। পুণ্যপিতা বলেন, এই পরিস্থিতিতে গতিবিধির পরিবর্তন প্রয়োজন, যে পরিবর্তন সমগ্র মণ্ডলীতেই দৃশ্যমান হবে। প্রত্যেকটি ধর্মপল্লীকেই প্রবীণদের সহায়তা করতে বলা হচ্ছে। যাতে করে প্রবীণদের সাথে গড়ে ওঠা সম্পর্ক তাদের মধ্যে আশা ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনে।

***আশার কারণসমূহ:*** পুণ্যপিতা পোপ ১৪শ লিও প্রবীণদেরকে আশাতে উদ্বুদ্ধ করে জোর দিয়ে বলেন, এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও প্রত্যেকে প্রার্থনা ও ভালোবাসতে সক্ষম। আমাদের শক্তি কমে গেলেও প্রিয়জনদের প্রতি স্নেহ-শ্রদ্ধা ম্লান হয় না বরং তা আমাদের শক্তিকে পুনঃজাগ্রত করে এবং আমাদের জন্য আশা ও সান্ত্বনা নিয়ে আসে। আমাদের এমন এক স্বাধীনতা আছে যে কেউ-ই আমাদের কাছ থেকে হরণ করতে পারে না। এই স্বাধীনতা হলো ভালোবাসার ও প্রার্থনার। প্রত্যেকেই সবসময় ভালোবাসতে ও প্রার্থনা করতে পারে। আশার এই চিহ্নগুলো আমাদের সাহস যোগায় এবং স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বার্ধক্য সত্ত্বেও আমাদের অন্তরাত্মা সর্বদা নবায়িত হচ্ছে। পুণ্যপিতা আহ্বান করে বলেন, বয়সে আমরা যেহেতু বৃদ্ধি পাচ্ছি; চলুন আমরা প্রভুর প্রতি বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলি, যা প্রার্থনা ও দৈনিক খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে নবায়িত হয়।

- তথ্যসূত্র : *news.va*


## নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

সূত্র নংঃ দিসিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০২৫-২০২৬/২৫ তারিখ ঃ ১৪ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর কালচারাল একাডেমী'র জন্য প্রিন্সিপাল নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে-

| ক্র | পদের নাম | পদ সংখ্যা | বয়স | লিঙ্গ | বেতন স্কেল | শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | প্রিন্সিপাল | ০১ | অনুর্ধ্ব ৫০ বছর | পুরুষ/ মহিলা | আলোচনা সাপেক্ষে | - স্নাতক/স্নাতকোত্তর পাশ হতে হবে।<br>- স্বনামধন্য কোন একাডেমিতে প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করার কমপক্ষে দুই (০২) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।<br>- অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।<br>- ছায়ানট, শিল্পকলা একাডেমি কিংবা বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।<br>- যে কোন স্বনামধন্য ইনস্টিটিউট থেকে সংগীত কিংবা নৃত্যে সনদধারী হলে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে বিবেচনা করা হবে।<br>- যোগাযোগ ও নেতৃত্বদানে পারদর্শী হতে হবে।<br>- এম এস ওয়ার্ড/এক্সেল/ইন্টারনেট (ই-মেইল লেখার জ্ঞান থাকা আবশ্যক)। |

**কর্মস্থলঃ** সমিতির কার্য এলাকায় সকল ঢাকা ক্রেডিট কালচারাল একাডেমিসমূহ।

**শর্তাবলীঃ-**

০১। আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে।
০২। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভালভাবে চেনেন)।
০৩। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
০৪। চারিত্রিক সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
০৫। আগ্রহী প্রার্থীগণকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ, পরিশ্রমী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
০৬। সমিতির বিশেষ প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
০৭। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে।
০৮। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন না করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৯। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
১০। আবেদন পত্র আগামী ২৭ জুলাই, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাতে হবে।

**মাইকেল জন গমেজ**
সেক্রেটারী-দি সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।

**আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা**
**জোনাস গমেজ**
**চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার**
রেভাঃ ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫

বিজ্ঞ/১৪৮/২৫

## ছোট্ট রাসেল ও দাদুভাই

রাসেল তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। তার বয়স মাত্র ৮ বছর, কিন্তু মাথায় অনেক বুদ্ধি! সে খুব চঞ্চল, সবসময় দৌড়াদৌড়ি, খেলাধুলা আর কার্টুন নিয়ে ব্যস্ত। ওদের পরিবারে সবাই রাসেলকে খুব ভালোবাসে। তবে রাসেলের একটা ব্যাপার মা-বাবা প্রায়ই লক্ষ্য করেন – সে দাদুর সঙ্গে ঠিকভাবে কথা বলে না।

দাদু বয়স্ক মানুষ। এখন আর আগের মতো চোখে স্পষ্ট দেখেন না, কানেও শুনতে পান না, আর হাঁটেন ধীরে ধীরে। খাবারও ধীরে খান। রাসেল প্রায়ই বিরক্ত হয়ে বলে–

"আহ! দাদু কিছুই ঠিকমতো পারে না। তাকে নিয়ে সবসময় সময় নষ্ট হয়।"

মা-বাবা তাকে বোঝান, কিন্তু রাসেল গুরুত্ব দেয় না।

একদিন বিকেলে... স্কুল শেষে রাসেল বাসায় ফিরে দেখলো দাদু উঠানে বসে আছে, হাতে একটা ছোট বাক্স।

দাদু ডাকল,

"রাসেল, এদিকে আয় দাদুভাই, একটু বস।"

রাসেল বিরক্ত মুখে বসে পড়লো।

দাদু ধীরে বাক্সটা খুললো। ভিতর থেকে বের হলো একটা পুরনো ঘড়ি। চকচকে না, বরং মলিন, কিন্তু ঘড়িটা যেন একটা কাহিনি বলতে চায়।

দাদু বলল,

"এই ঘড়িটা আমার বাবার ছিল। তিনি যখন আমাকে দিয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন– 'সময়ের মূল্য বুঝতে শিখো। সময় কারো জন্য থামে না, কিন্তু যারা সময়ের কদর করে, তারাই জীবনে এগিয়ে যায়।'"

রাসেল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো। তার মনে হলো, দাদুর চোখের দৃষ্টিতে একটা আলো আছে।

দাদু আবার বলল,

"এই ঘড়ির টিকটিক শব্দটা আমাকে সবসময় মনে করিয়ে দেয়– সময় চলে যাচ্ছে। আর সেই সময় যদি প্রিয়জনদের সঙ্গে না কাটে, তাহলে কিছুই থাকে না।"

রাসেলের চোখ হঠাৎ কেমন যেন নরম হয়ে এলো। মনে হলো সে যেন অনেক কিছু বুঝে যাচ্ছে।

পরদিন স্কুলে...

শিক্ষক বললেন–

"তোমাদের সবাইকে আগামীকাল একটি রচনা লিখে আনতে হবে– 'আমার পরিবারের একজন প্রিয় সদস্য।'"

বাসায় ফিরে রাসেল অনেকক্ষণ ভেবেও কিছু লিখতে পারছিল না। মা এসে জিজ্ঞেস করল,

"তুমি কাকে নিয়ে লিখবে?"

রাসেল মৃদু হেসে বললো–

"আমি দাদুকে নিয়ে লিখবো। সে শুধু আমার দাদু না, আমার জীবনের সময়-শেখানো বন্ধু।"

রাসেল লেখে–

"আমার দাদু একজন খুব ধীরস্থির মানুষ। সে ধীরে হাঁটে, ধীরে কথা বলে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সময় কাটানো মানে অনেক কিছু শেখা। তাঁর একটা পুরনো ঘড়ি আছে, সেটা সে খুব যত্নে রাখে। সেই ঘড়ি শুধু সময় বলে না, ভালোবাসা আর ধৈর্যের গল্পও বলে। আগে আমি দাদুর ধীরতা দেখে বিরক্ত হতাম, এখন বুঝি, ধৈর্যই জীবনের আসল শক্তি।"

সেই দিন থেকে...

রাসেল প্রতিদিন বিকেলে দাদুর পাশে বসে। কখনো ঘড়ির গল্প শোনে, কখনো নীরবে চা খায়। রাসেল এখন আর দাদুর ধীরে হাঁটাকে নিয়ে বিরক্ত হয় না।

একদিন রাসেল বললো,

"দাদু, তোমার ঘড়ি শুধু সময় জানায় না, ওটা আমার জীবনের সবচেয়ে দামী জিনিস। কারণ, ওটা আমাকে তোমাকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে।"

দাদুর চোখে পানি এসে গেল। তিনি শুধু বললেন–

"তুই আমার সময়ের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত, রাসেল।"

**গল্পের শিক্ষা:**

প্রবীণদের ধৈর্য, অভিজ্ঞতা আর ভালোবাসা আমাদের জীবনের পথ দেখায়। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সময় দেওয়া শুধু দায়িত্ব নয়, তা আমাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান শিক্ষা।

*- প্রতিবেশী ডেস্ক*

## হে প্রবীণ

**প্লাবন স্কট গ্রেগরী**

ধূসর চুলে লেখা গল্প,
সময়ের এক সাক্ষী,
হাঁটার লাঠিতে ভর দিয়ে,
সময়কে সাথে রাখি।
চোখে তাদের শত স্মৃতি,
কণ্ঠে অভিজ্ঞতা,
জীবনের শত ঝড় পেরিয়ে,
এনেছে যে বারতা।
তাদের হাসি শীতের রোদে,
মমতা যেন নদী,
তারা আছেন বলেই এখনো,
ঘর আমাদের ঋদ্ধ।
তুচ্ছ নয় এই বয়স কিছু,
জ্ঞানের অমূল্য ধন,
তাদের ছায়ায় বেড়ে উঠি,
সাহসে ভরে মন।
এসো আজ এই দিবসে,
গাই তাদের গান,
প্রবীণরা হলেন আশীর্বাদ-তাদের
সবাইকে প্রণাম।
ভালোবাসি, শ্রদ্ধা দিই,
করি যতন সারা বছর,
তাদের সাথেই জীবনের পথ হোক
আলোকময় ভরণ।

## কেমন তোমার ছবি এঁকেছি

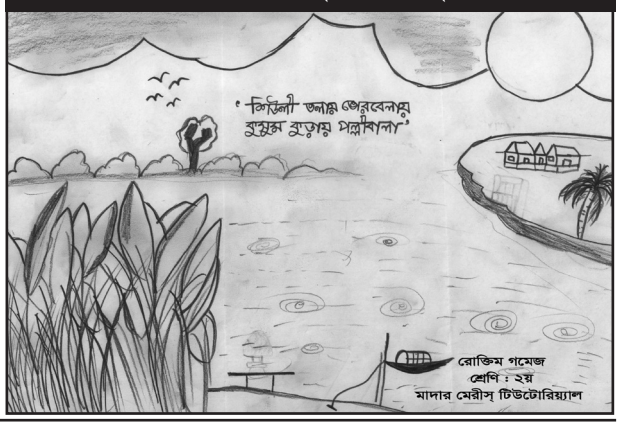

## কারিতাস বাংলাদেশে নেতৃত্বের পরিবর্তন

***কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক:*** ৩০ জুন কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন দাউদ জীবন দাশ। তিনি এর আগে সংস্থাটির পরিচালক ও কর্মসূচীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিদায়ী নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিও'র পদে স্থলাভিষিক্ত হন। অপূর্ব ম্রং পরিচালক ও কর্মসূচীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি দাউদ জীবন দাশের পদে স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। এছাড়া ১ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ হতে সেবাষ্টিয়ান রোজারিও কারিতাসের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে সংস্থাকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

কারিতাস বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ও খুলনার বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগীর সভাপতিত্বে দায়িত্ব হস্তান্তর এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ ও কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সভাপতি আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ, কারিতাস বাংলাদেশের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, সেক্রেটারী ফাদার লেনার্ড সি রিবেরু ও কারিতাস এশিয়ার প্রেসিডেন্ট ড. বেনেডিক্ট আলো ডি'রোজারিও এবং বিদায়ী ও নবনিযুক্ত নির্বাহী পরিচালকদ্বয়ের পরিবারের সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্থার পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) রিমি সুবাস দাশ, আঞ্চলিক, ট্রাস্ট ও প্রকল্প পরিচালকগণ এবং কারিতাস কেন্দ্রীয় কার্যালয়, সিএইচ-এনএফপি ও সিডিআই এর কর্মীবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী বলেন, 'নতুন নির্বাহী পরিচালক দাউদ জীবন দাশ ও পরিচালক কর্মসূচি অপূর্ব ম্রংকে অভিনন্দন জানাই। আপনাদের পথ চলা শুভ হোক।' এছাড়া আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই বলেন, 'সেবাষ্টিয়ান রোজারিও একজন নিবেদিত প্রাণ মানুষ। তাকে দেখেছি কারিতাসকে ভালোবাসতে এবং তার সকল চিন্তা-ভাবনা ছিল কারিতাসকে ঘিরে। তিনি একজন সৎ এবং নম্র ব্যক্তি।' এছাড়া অন্যান্য অতিথিবৃন্দরা যার যার শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শেষে সভাপতি জেমস্ রমেন বৈরাগীর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

## পবিত্র ক্রুশ ব্রাদার সংঘে সন্ন্যাস জীবনের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন

***ব্রাদার অয়ন ম্যাথোডিয়াস গমেজ সিএসসি:*** গত ৩ ও ৪ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে নারিন্দা'র সাধু যোসেফ কারিগরী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পবিত্র ক্রুশ ব্রাদার সমাজ ও সাধু যোসেফ সংঘ প্রদেশের তিন জন ব্রাদারদের সন্ন্যাস জীবনে রজত জয়ন্তী পালন করা হয়। রজত জয়ন্তী পালনকারী ব্রাদারগণ হলেন: ব্রাদার জন যোগেশ কর্মকার সিএসসি, ব্রাদার স্টিফেন মন্ত্রজয় ত্রিপুরা সিএসসি ও ব্রাদার জাখারিয়াস শৈলেন রোজারিও সিএসসি। পবিত্র ঘণ্টা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এই পবিত্র অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয়। ৪ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি। খ্রিস্টযাগ শেষে রজত জয়ন্তী পালনকারী ব্রাদারদের স্মরণে সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। প্রথমেই বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি, সাধু যোসেফ সংঘপ্রদেশের প্রদেশপাল ব্রাদার জেমস্ রিপন গমেজ সিএসসি এবং বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত যাজকগণ ও অনুষ্ঠানে যোগদানকারী অন্যান্য ব্রতধারীগণ আসন গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ব্রাদারদের সেবাকাজের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মানপত্র পাঠ করা হয় এবং ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিড রোজারিও সিএসসি তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে একে একে রজত জয়ন্তী পালনকারী ব্রাদারগণ তাদের অনুভূতি সহভাগিতা করেন এবং ব্রাদারগণদের পরিবারের পক্ষ থেকে গান ও দলীয় নৃত্য পরিবেশন করা হয়। সেন্টু মাইকেল রোজারিও অভিভাবকদের পক্ষ থেকে অনুভূতি প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ব্রাদার রিপন জেমস্ গমেজ সিএসসি অনুভূতি প্রকাশ করেন এবং এই অনুষ্ঠানকে সার্থক করার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। অতঃপর প্রীতিভোজের মাধ্যমে এই বিশেষ দিনের কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়।

## মাউসাইদ ধর্মপল্লীতে শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে জুবিলী উৎসব উদ্‌যাপন

***সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ:*** বিগত ৫ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে, শনিবার ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পিএমএস কমিটি এবং স্বাগতিক ধর্মপল্লীর উদ্যোগে "আশার তীর্থযাত্রী আমরা" এই মূলসুরের আলোকে মাউসাইদ ধর্মপল্লীতে শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে খ্রিস্ট জন্মজয়ন্তীর জুবিলী উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। সেমিনারে ৫৭ জন শিশু এবং ৪জন এনিমেটর উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারের শুরুতেই শিশু ও এনিমেটরগণ আনন্দ র‍্যালি করে বাণী প্রচারধর্মী শ্লোগানসহ গির্জাঘরের প্রধান প্রবেশদ্বারে সমবেত হন। খ্রিস্টযাগের শুরুতে স্বাগতিক ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার যাকোব স্বপন গমেজ সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এরপর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পরিচালক ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন। তিনি উপদেশে, জুবিলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অতঃপর টিফিন বিরতির পর শিশুদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং এনিমেটর ও শিশুদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পক্ষ থেকে এনিমেটর ও শিশুদের মাঝে যিশু ও মা-মারীয়ার ছবি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। এরপর ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদের সেক্রেটারি জয়া কস্তা এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশু মঙ্গল কমিটির সেক্রেটারি সিস্টার মেরী তৃষিতা সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবং সেমিনার শেষে আশার তীর্থযাত্রী হওয়ার শুভ প্রেরণা এবং অঙ্গীকার নিয়ে শিশু ও এনিমেটরগণ নিজ নিজ পরিবারে ফিরে যান।

## অমৃতলোকের বাসিন্দা হলেন ডাক্তার নেভেল ডি'রোজারিও

***নিজস্ব প্রতিবেদন:*** বাংলাদেশ খ্রিস্টান সমাজ ও প্রবাসী খ্রিস্টান সমাজের এক পরিচিত মুখ শ্রদ্ধেয় ডাক্তার নেভেল ডি'রোজারিও। তিনি গত ১০ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার জার্সিসিটিতে এক সড়ক দূর্ঘটনায় মারা গেছেন। তিনি সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর নিয়মিত লেখক এবং পরামর্শক ছিলেন। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রকাশ করেন 'শেকড়ের অন্বেষণে পূর্ববঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম' নামক গবেষণাধর্মী গ্রন্থটি।

পেশায় চিকিৎসক হলেও তার রক্তে ছিল সমাজসেবার নেশা। তাই দেশ বা বিদেশ যেখানেই ছিলেন মানুষ ও সমাজের কল্যাণ করার চেষ্টা করেছেন। একসময় বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের মহাসচিবের দায়িত্বও পালন করেছিলেন। দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি নিখাঁদ ভালোবাসার টানে তিনি চলে আসতেন বাংলাদেশে। তার মণ্ডলী ও দেশ ভাবনা তুলে ধরতেন অনেকের কাছে। তাঁর মৃত্যুতে বিভিন্ন সংঘ-সমিতি, ব্যক্তির শোক প্রকাশ প্রমাণ করে ডাক্তার নেভেল ডি'রোজারিও অনেকের অন্তরে বিশেষ স্থানে আছেন।

'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ডাক্তার নেভেল ডি'রোজারিও'র সকল অবদানের কথা স্বীকার করে এবং তাঁর আত্মার চিরকল্যাণ কামনা করে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর এই ভক্ত সেবককে অনন্ত শান্তি দানে ধন্য করুন এবং তাঁর শোকার্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দান করুন।

## কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল নির্জন ধ্যান সভা

***পলিন ফ্রান্সিস:*** গত ১০ জুন থেকে ২০ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল জাতীয় সার্ভিস টীম খ্রিস্ট বিশ্বাসের জীবন নবায়নের উদ্দেশে ভক্ত জনগণের জন্য এক নির্জন ধ্যান সভার আয়োজন করেন। জুবিলী বর্ষে এই নির্জন ধ্যানের মূলভাব ছিল, "আত্মিক নিরাময় ও পবিত্র আত্মায় নব জীবন।" বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে ৪৩ জন খ্রিস্টভক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং এই নির্জন ধ্যান পরিচালনা করেন রিনিউয়্যালের কো-অর্ডিনেটর ফাদার স্ট্যানলি কস্তা ও সেক্রেটারী মিস ডোরা ডি' রোজারিও ওসিভি। দ্বিতীয় দিনে খ্রিস্টযাগ অর্পণ ও বাণী পরিবেশনা করেন ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ। জুবিলী বর্ষে বাণী ধ্যান, প্রার্থনা, আরাধনা, ব্যক্তিগত পরামর্শ গ্রহণ ছিল আত্মশুদ্ধির শ্রেষ্ঠ মাধ্যম, যা সকলের প্রাণে, মনে ও দেহে এক অপূর্ব নিরাময়। বিশেষ নিরাময় অনুষ্ঠান, পবিত্র আত্মার আবাহন প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগ ও নৈশ ভোজের মধ্য দিয়ে ২০ জুন সন্ধ্যায় নির্জন ধ্যান শেষ হয়।

## কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান

২১ জুন, শনিবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে দুপুর ২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক সাধারণ সভা। বার্ষিক সাধারণ সভায় মোট ৪৫ জন কোর দলের সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। সভার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, "মানুষের সামনে তোমাদের আলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলুক" *(মথি ৫:১৬)*। যথারীতি আসন গ্রহণ ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন উপাসনা ও প্রার্থনা বিষয়ক বিশপীয় কমিশনের সেক্রেটারী ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ, ফাদার আগষ্টিন প্রলয় ক্রুশ ও রিনিউয়্যালের কো-অর্ডিনেটর ফাদার স্ট্যানলি কস্তা। এরপর ফাদার স্ট্যানলি কস্তা স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এটা জানান সঙ্গত যে, ফাদার শ্যানেল গমেজ কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল উপাসনা ও প্রার্থনা বিষয়ক বিশপীয় কমিশনের একমাত্র ডেক্সের আন্তরিকভাবে সেবা ও যত্ন নিয়ে আসছেন। স্বাগত বক্তব্যের পরেই ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ আলোর মানুষের তাৎপর্য তুলে ধরেন। এছাড়া মূলভাবের উপর বক্তব্য রাখেন ফাদার আগষ্টিন প্রলয় ক্রুশ। এরপর মুক্ত আলোচনা, ধর্মপল্লীতে রিনিউয়্যালের চলমান কার্যক্রম বিবেচনা এবং আগামী বর্ষের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অতঃপর খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি এবং সহযোগিতা করেন ফাদার স্ট্যানলি কস্তা। শেষে বেলা ২ ঘটিকায় দুপুরে আহারের মধ্য দিয়ে বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি হয়।

## সাধু লিও ধর্মপল্লী, বারমারীতে শিশু মঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

***ফাদার নোবেল জেভিয়ার:*** ২১ জুন, শনিবার ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে বারমারীর সাধু লিও ধর্মপল্লীতে পালিত হলো শিশু মঙ্গল দিবস। এবারের মূল প্রতিপাদ্য ছিলো: 'জাতিসমূহের মাঝে আশার প্রেরণকর্মী।' সকাল ৯টায় নিবন্ধনের মাধ্যমে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন ১৬১ জন শিশু এবং এনিমেটরসহ প্রায় ২০০ জন। ফাদার সুনির্মল দিনটির সূচনা করেন শুভেচ্ছা বক্তব্য ও অ্যাকশন সং-এর মাধ্যমে। এরপর এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয় এবং 'প্রভু যিশু ভালোবাসেন শিশু' এই স্লোগান নিয়ে সকলে অংশগ্রহণ করে। দুপুর ১২টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ফাদার সুনির্মল বলেন, যিশু আমাদের সবাইকে আহ্বান করেছেন। আমরা যিশুর নামে এখানে একত্রিত হয়েছি।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে পাল-পুরোহিত ফাদার তরুণ বনোয়ারী উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে দিনের সফল সমাপ্তি ঘটে॥

## তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে আঞ্চলিকভাবে পরিবারে মিলন, শান্তি ও ভালোবাসার জুবিলী উৎসব

***ফাদার আলবার্ট রোজারিও:*** গত ১১ জুলাই, শুক্রবার, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে ঢাকা মহানগরের ১০টি ধর্মপল্লীর একত্রিতভাবে পালিত হলো পরিবারে মিলন, শান্তি ও ভালোবাসার জুবিলী উৎসব। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিল ঢাকা মহানগর আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদ এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ পরিবার কল্যাণ পরিষদ। এই জুবিলী শিক্ষা সম্মেলনের মূলভাব ছিল- "পরিবর্তিত বিশ্বে আশাময় সমাজ বিনির্মাণে মানব পরিবার"। সভায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে ফাদার, ব্রাদার এবং সিস্টারগণসহ ৭০০ খ্রিস্টভক্তগণ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অর্থপূর্ণ প্রার্থনা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সভার মূল পর্ব শুরু হয়। পরে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন স্থানীয় পাল পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ, ঢাকা মহানগর পালকীয় পরিষদের চেয়ারম্যান ফাদার আলবার্ট রোজারিও, পরিবার কল্যাণ পরিষদের চেয়ারম্যান ফাদার তুষার গমেজ এবং পরিবারের পক্ষে হাউজিং সোসাইটির চেয়ারম্যান প্রতাপ আগষ্টিন গমেজ। আমাদের পরিবারগুলোকে কীভাবে আরো পবিত্র, স্বাস্থ্যপ্রদ, সুখী, গতিশীল ও আনন্দদায়ক রূপে গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে তারা বক্তব্য রাখেন। এছাড়া মূল বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা। তিনি বলেন– ঈশ্বর আদম-হবার মধ্য দিয়ে আমাদের পরিবারগুলোর জন্য একটা ঐশ পরিকল্পনা করেছেন। তাই তিনি উপস্থিত সবাইকে আহ্বান করেন যেন আমাদের পরিবারগুলো সেই পরিকল্পনার মাধ্যমেই চলে। এরপর পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা ও ব্যক্তিগত পাপস্বীকার হয় এবং শেষে মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে তিনি বলেন, মহান জুবিলী বর্ষে পরিবারকে নিয়ে এই জুবিলী করা হচ্ছে তাই আজকে আপনারা যারা এখানে এসেছেন তারা অনেক ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করবেন। আমাদের জন্য আশার বিষয়ে প্রভু যিশু আমাদের সমস্ত পরিবারের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। শেষে দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে অর্ধ দিবসব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

## সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

| | | |
|---|---|---|
| **১. শেষ কভার** | | |
| ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) | = | ১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র) |
| খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) | = | ৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র) |
| **২. শেষ ইনার কভার** | | |
| ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) | = | ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র) |
| খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) | = | ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র) |
| **৩. প্রথম ইনার কভার** | | |
| ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) | = | ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র) |
| খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) | = | ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র) |
| **৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)** | | |
| ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা | = | ৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র) |
| খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা | = | ৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র) |
| গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা | = | ২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র) |
| ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি | = | ৬০০/- (ছয়শত টাকা মাত্র) |

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
(সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা) অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

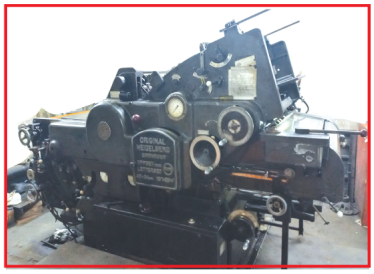

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ২৪
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 24
Regd. No. DA-33
✦ 20 - 26 July 2025, ৫ - ১১ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

# ১০ম মৃত্যুবার্ষিকী

## প্রয়াত ফাদার
## বকুল এস রোজারিও সিএসসি

জন্ম : ১৮ জুলাই, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৪ জুলাই, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ, নটর ডেম কলেজ, ঢাকা
প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ

**তুমি শুধু চিরস্থায়ী, তুমি শুধু সীমাশূন্য**
**মহাপরিণাম,**
**যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লভে**
**অনন্ত বিশ্রাম -**

**২৪ জুলাই,** এই দিনে আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে তুমি পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। আজও আমাদের এই নির্মম বাস্তবতা মেনে নিতে কষ্ট হয় যে, তুমি আমাদের মাঝে নেই; তবুও তুমি বেঁচে আছো আমাদের হৃদয় মাঝে, আছো তোমার অসংখ্য ছাত্র এবং প্রিয়জনদের হৃদয়ে। আমরাও বেঁচে আছি তোমার আদর, স্নেহ ও ভালোবাসাকে সম্বল করে।

তুমি স্বর্গধাম হতে আমাদের আশীর্বাদ কর যেন, আমরা তোমার ভাল কাজ, ভালোবাসা, উদারতা, ধৈর্যশীলতা ও ক্ষমাশীলতা অনুসরণ করতে পারি এবং ভালোবাসা, একতায়, মিলন ও শান্তিতে একত্রে বাস করতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

তোমারই শোকার্ত পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/১৪৫/২৫

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org